ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

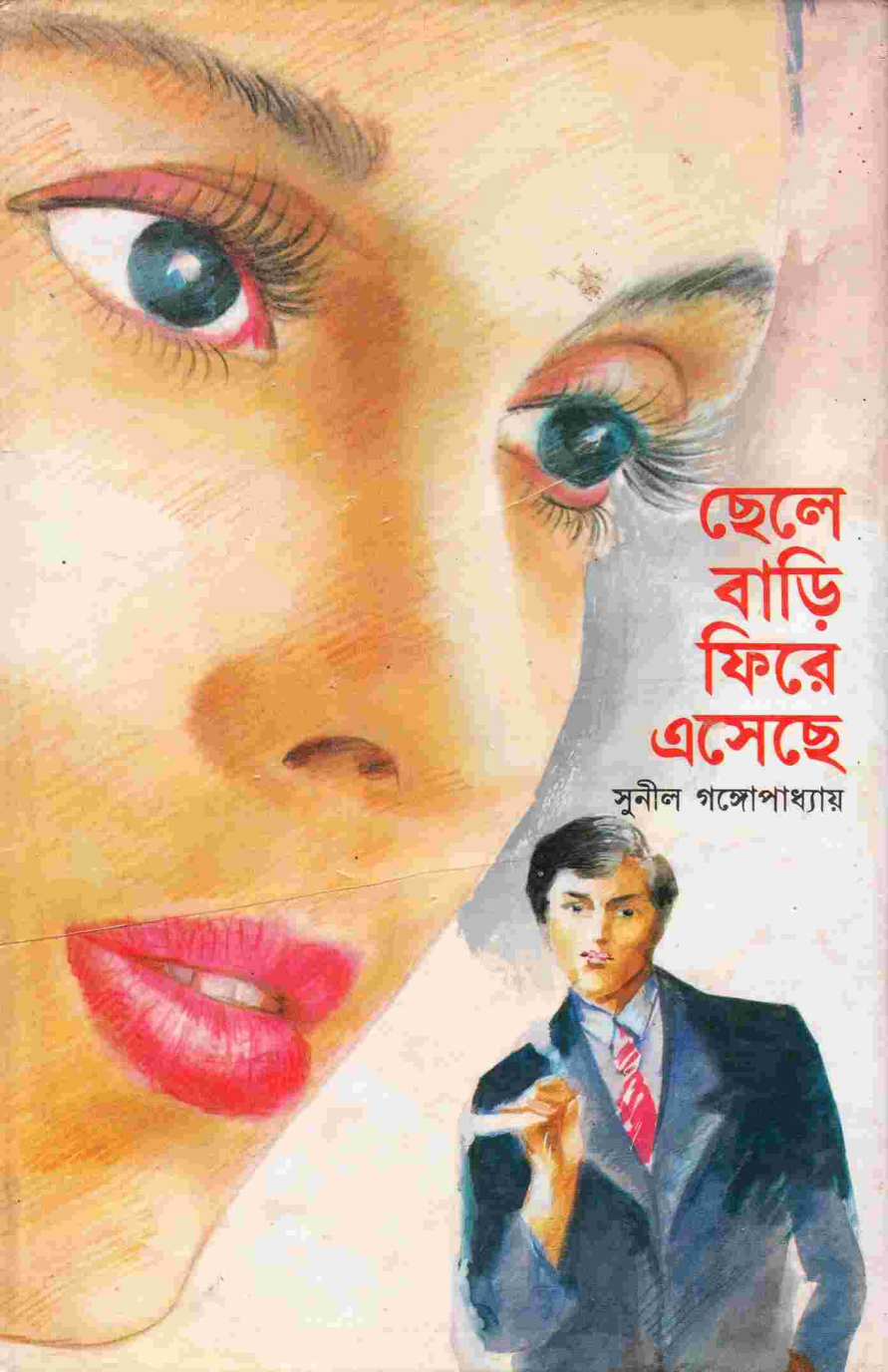

আগে ঘুম ভাঙলো সরমার। মেয়েদের ঘুম পাতলা হয়। দর্শনের ঘুম আবার তেমনই গাঢ়। ঘুমের মধ্যে একদিন সে মশারি জড়িয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল, তবু জাগেনি।

সরমা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো। নিশুতিরাতে একটা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। তার মানেই কোনো বিপদ। যদি দাঙ্গা লেগে যায়? বছর চারেক আগে এ গ্রামের চার-পাঁচখানা বাড়িতে আগুন লেগেছিল। গত মঙ্গলবার পাঁচুদের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ঘুমন্ত চোখ আধখানা খুলে দর্শন জেজ্ঞেস করলো, কী? কী?

সরমা বললো, চ্যাঁচামেচি শুনতে পাচ্ছো না?

শোনার চেষ্টাও না করে দর্শন বললো, যাত্রা ভেঙেছে! ভয় পাবার কী আছে?

সরমা বললো, আজ আবার যাত্রা কোথায়? সন্ধেরাত থেকে বৃষ্টি পড়ছে!

ও কিছু না, বলে দর্শন আবার ঘুমে ঢলে পড়লো।

কিন্তু গোলমাল বাড়ছেই। খুব দূরে নয়। আসছে এদিকেই। সরমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। কল্পনায় যেন সে দেখতে পাচ্ছে, হাজার হাজার লোক তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে ছুটে আসছে, তাদের বাড়িটাই লক্ষ্য করে।

সে আবার স্বামীকে জোরে জোরে ঠেলা দিতে লাগলো। পাশের বাড়িতে মানুষজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরাও জেগে উঠেছে। এবারে দর্শনকে বেরিয়ে আসতেই হলো। বঙ্কু-শশী-ভবানীরা জটলা করছে তাদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে লাঠি-সোঁটা। সদ্য ইলেকট্রিসিটি এসেছে এ গ্রামে, ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে বাইরের আলো।

চোখ মুছতে মুছতে দর্শন জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে রে, বঙ্কু?

ওদের চোখে ও কপালের রেখায় দাঙ্গার আশঙ্কা। মুখে বললো, কী জানি, বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধা ভব পিসিমা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, মনে তো হচ্ছে, ডাকাত ধরা পড়েছে।

ভব পিসিমার মনে হওয়ার দাম আছে। তিনি চোখে ভালো দেখতে পান না, কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি আছে। অনেক সময় তিনি এমন কথা বলেন, যা মিলে যায়।

বঙ্কুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, ও পিসিমা, কী বললে, কোথায় ডাকাত পড়েছে?

ভব পিসিমা বললেন, ডাকাত পড়েনি। ডাকাত ধরা পড়েছে। তোরা এগিয়ে গিয়ে দ্যাখ না। বোধহয় আমাদের পুকুরপাড়ের দিকেই আসছে। ডাকাতদের তাড়া করেছে মানুষজন।

আমাদের পুকুর মানে এজমালি পুকুর। চৌকোণা বিরাট দিঘি, এককালে জমিদাররা কাটিয়েছিল, এখন সবাই ব্যবহার করে, কেউ যত্ন করে না। এবারে সত্যিই যেন শোনা যাচ্ছে ধর, ধর, মার, মার চিৎকার। সে চিৎকারটা বড় দিঘির দিকেই ঘুরে যাচ্ছে বটে।

বঙ্কুরা সদলবলে ছুটে দেখতে গেল।

BANGLAPDF.NET

দর্শন ঘরে ঢুকে এসে বললো, পিসিটা ডাইনী নাকি? এক-একখানা মোক্ষম কথা বলে!

সরমা উৎকণ্ঠিতভাবে বললো, ডাকাত ধরা পড়েছে?

–একসঙ্গে অত লোকের গলা, সবাই মিলে তাড়া করেছে, ধরা পড়ে যাবেই!

–যদি ডাকাত ছাড়া অন্য কিছু হয়?

–আবার কী হবে?

সরমা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। দাঙ্গা নয়, আগুন জ্বলেনি। চিৎকার অনেকটা স্পষ্ট। সবাই মিলে কিছু একটা তাড়া করে যাচ্ছে ঠিকই।

সরমা দরজা খুলে উঁকি মেরে বললো, এখনো ধরতে পারেনি। তুমি যাবে না?

দর্শন বিছানায় শুয়ে পড়ে বললো, দূর দূর, ওখানে গিয়ে কী হবে?

সরমা বললো, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে আরও অনেক লোক যাচ্ছে।

–হুজুগ পেয়েছে, তাই সবাই ছুটছে।

–সবাই গেল, তুমি যাবে না, এটা কেমনধারা দেখাবে? আমি যাবো?

–পাগল নাকি? ওদের কাছে পাইগান থাকে, গুলি চালাতে পারে।

–তুমি যেতে না চাও, শুয়ে থাকো। ধীরুকাকা পর্যন্ত যাচ্ছে, কাল সকালে বলবে, আমাদের বাড়ির কেউ–

স্ত্রীর সামনে কেউ কাপুরুষ সাজতে চায় না। দর্শনকে উঠতেই হলো। সংসারের কর্তা হিসেবে আধিপত্যও দেখানো দরকার। পাশের ঘর থেকে তার দাদার ছেলে বিষ্ণুও উঠে এসেছে, সেও যেতে চায়।

দর্শন অন্যদের ধমক দিয়ে বললো, আর কারুকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

আর কোনো অস্ত্র নেই। একটা শাবল হাতের কাছে পেয়ে সেটা নিয়েই বেরিয়ে পড়লো দর্শন।

বড় দিঘিটার ধারে প্রায় দেড়শো-দুশো মানুষ, প্রায় সবাই পাশের গ্রামের। পাঁচজন ডাকাতকে ওরা তাড়া করে এতদূর নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে ধরা পড়েছে একজন, বাকি চারজন দিঘির চারপাশে জীবন-মরণ লুকোচুরি খেলছে। মামুদপুরের একটা বাড়িতে ডাকাতরা ঢোকার চেষ্টা করেছিল সবেমাত্র। আগে থেকে খবর এসেছিল ঠিকই, ও বাড়িতে এক মেয়ের বিয়ের গয়না আর জমি-বেচা টাকা আছে। কিন্তু একটা খবর ডাকাতরা জানতে পারেনি। মামুদপুর আজ বিকেলেই মহকুমা লীগের ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাই নিয়ে হৈচৈ হয়েছে অনেকক্ষণ, তারপর খেলোয়াড়দের দলটা আর ক্লাবের মানুষজন ফিস্ট করছে রাত্তিরেই। আনন্দে-উত্তেজনায়, বারবার বলা একই গল্পে অনেক রাত হয়ে গেছে। ডাকাতরা যখন আসে, তখনও মুর্গীর ঝোল নামেনি উনুন থেকে।

এক বাড়িতে ডাকাত পড়লে অন্য বাড়ির কেউ চিৎকার শুনেও ভয়ে বেরোয় না। আজকাল সব ডাকাতদের সঙ্গেই বন্দুক-পিস্তল-বোমা থাকে। কিন্তু আজ একটা চিৎকার শুনেই ফুটবল টিমের ডাকাবুকো ছেলেরা বেরিয়ে এলো। তাদের দেখে সাহস পেয়ে ছুটে এলো আরও অনেকে। ডাকাতরা বেগতিক দেখে বোমা ছুঁড়ে দু'জনকে আহত করতেই এদের রাগ ও সাহস যেন আরও বেড়ে গেল। অগত্যা ডাকাত দলের পালানো ছাড়া আর উপায় রাইলো না। পালাতে তারা পারেনি। একজন আগেই ধরা পড়েছে,

BANGLADRIVE.NET

আরও চারজন এ পর্যন্ত ছুটে এসে চক্কর দিচ্ছে দিঘিটা।

দর্শন দিঘির পারে এসে শিউরে উঠলো।

প্রথমে চড়-চাপড় দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন তিনজন ডাকাতকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। ডাকাতদের ওপর সকলেরই সাঙ্ঘাতিক রাগ। চতুর্দিকে চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে। নিজের রক্তজল করা পরিশ্রমের টাকা কিছু ডাকাত এসে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে, এ কী সহ্য করা যায়? থানা-পুলিশ কিচ্ছু করে না, চোখ বুজে থাকে। তাই দৈবাৎ সামান্য একটা চোর ধরলেও কেউ আর থানায় জমা দেয় না। গায়ের ঝাল ঝেড়ে মারতে মারতে মেরেই ফেলে।

মাস দেড়েক আগেই দর্শনের বাড়ি থেকে জলের পাম্প চুরি গেছে, তারও রাগ কম নয়। কিন্তু দর্শন মানুষের গায়ে হাত তুলতে পারে না। নিজের ছেলে-মেয়েকেও কখনো মারেনি। রক্ত দেখলে তার মাথা ঘোরে।

পেছনেও অনেক লোক, তারা যেন ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে দর্শনকে। সবাই একটা অন্তত লাথি-ঘুঁষি মারবে। হরিবিলাসপুরে এই ডাকাত মারা নিয়ে কাণ্ড হয়েছিল। পুলিশ চুরি-ডাকাতি-খুন সামলাতে পারে না, কিন্তু হরিবিলাসপুরে তিনটে ডাকাতকে পিটিয়ে মেরে ফেলার পর দু'দিন বাদে এক বিশাল বাহিনী সেই গ্রামে উপস্থিত। কারা ডাকাতদের মেরেছে? আইন-শৃঙ্খলা নিজেদের হাতে নিয়েছে? তাদের গ্রেফতার করা হবে। তাদের শাস্তি হবে। তখন হরিবিলাসপুরের নরেন সরকার একটা চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি বার করেছিল। সে পুলিশের সামনে বুক ফুলিয়ে বলেছিল, এই গ্রামের প্রত্যেকটা পুরুষ মানুষ, বাচ্চা-বুড়ো সমেত, একটা চড় মেরেছে কিংবা একটা ঢিল মেরেছে কিংবা একটা লাঠিপেটা করেছে। প্রত্যেকে মাত্র একবার। গ্রেফতার করতে হয় তো চারশো সতেরোজন পুরুষ মানুষকেই ধরতে হবে। ফাঁসি দিতে হয় তো ঐ চারশো সতেরোজনকেই ফাঁসিতে লটকাতে হবে। গ্রামের সব লোক বলেছিল, ঠিক ঠিক। সবাই এগিয়ে এসেছিল। পুলিশ তখন দিশা পায়নি, ফিরে গেল।

তারপর থেকে কথাটা রটে গেছে। এখন যে-কোনো গ্রামে ডাকাত ধরা পড়লে কেউ বেশি মারে না, খুনের দায়িত্ব বিশেষ কয়েকজনের ঘাড়ে চাপে না, প্রত্যেকে এসে অন্তত একবার হাত ছুঁইয়ে যায়। দায়িত্ব সকলের। পুলিশের কাছে সবাই বলবে, হ্যাঁ, মেরেছি, একবার মাত্র লাথি মেরেছি, তাতে কি মানুষ মরে?

সেটুকু দায়িত্ব নিতেও দর্শন পালের হাত কাঁপে। রক্তমাখা তিনটে ছেলে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে, ওদের আর আয়ু বেশি নেই, দর্শন ওদের দিকে তাকাতে পারে না। চোখ বুজে সজোরে লাথি মারার ভঙ্গি করে সে আস্তে একজনের গায়ে পা ছুঁইয়ে দেয়। অন্যরা দেখলো, সেও দায়িত্ব নিয়েছে। তার বউ তাকে জোর করে পাঠিয়েছে এই জন্যেই।

অনেকে এই সব দৃশ্য দেখতে ভালবাসে। অতিশয় নিরীহ মানুষদের মুখও হিংস্র হয়ে ওঠে। যাদুগোপালের মতন একজন আধপাগলাও চিৎকার করে, মার, মার, আরও মার, হারামজাদাগুলোর মাথা গুঁড়িয়ে দে।

মুমূর্ষুর আর্তনাদ কিংবা বিকৃত উল্লাসের চিৎকার, কোনোটাই সহ্য করতে পারে না দর্শন। সে পেছোতে থাকে। পিছিয়ে পিছিয়ে সে ভিড় ছাড়িয়ে ভাদুড়িদের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। দিঘির একদিকটা ছিল ভাদুড়িদের, তাদের বংশে আর কেউ নেই, এদিকটা

এখন আগাছা-জঙ্গলে ভরে গেছে। ভাঙা বাড়িতে সাপখোপের বাসা।

দর্শনের খালি মনে হচ্ছে, তার পায়ে রক্ত লেগে গেছে। এজন্য গা ঘিনঘিন করছে তার। মানুষের রক্ত। মানুষ মানুষকে মারে। বাচ্চা বয়েস থেকে কত কষ্ট করে বেড়ে-ওঠা সাধের জীবন এক নিমেষে শেষ হয়ে যায়।

খালি পায়ে এসেছে দর্শন, সে ঘাস-পাতায় পা ঘষছে, যেন চটখটে ভাব। এই রকম রক্তমাখা পা নিয়ে সে বাড়িতে ফিরবে? দিঘির চারধারে পিলপিল করছে মানুষ। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড চিৎকার উঠছে, আর একজন ধরা পড়েছে। এবার তাকে মারা হবে।

ওদিকে আর যেতে চায় না দর্শন। ভাদুড়িদের জঙ্গলের মধ্যেও একটা ছোট ডোবা আছে। সেখানে পা ধুয়ে নেওয়া যায়। পাশ ফিরে একটা বনতুলসীর ঝোপ ঠেলতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। মূর্তিমান যমদূত। মাথায় ফেট্টি বাঁধা, হাতে পাইপগান। এখনো ধরা-না-পড়া একজন। দেখামাত্র দর্শন ধরে নিল এই তার শেষ মুহূর্ত। তার হাতে যদিও শাবল আছে, কিন্তু সে শাবল দিয়ে মারার ক্ষমতা তার নেই। নতুন বৃষ্টিতে সবেমাত্র বীজতলা করা হয়েছে, এখনো ধান রোয়া বাকি, এর মধ্যে মরে যাওয়ার কোনো মানে হয়?

সে হাত জোড় করে বললো, মেরো না, মেরো না, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।

দর্শনের চেয়েও ডাকাতটির অনেক বেশি ভয়-পাওয়া মুখ। তার হাতে পাইপগান রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা অকেজো, এ পর্যন্ত একটাও গুলি বেরোয়নি।

সে হাউ হাউ করে বলে উঠলো, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি কোনোদিন আর কিছু... তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও....

সত্যি সত্যি সে দর্শনের পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো। এবার দর্শন একটি বার চিৎকার করলেই অন্যরা ছুটে আসবে এদিকে। ডাকাতটাকে ধরে ফেলবে। কৃতিত্ব হবে দর্শনের। সে বীরের সম্মান পাবে। দর্শন চিৎকার করলো না। ছেলেটার হাত ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল ভাঙা বাড়ির আড়ালে।

BANGLAPDF.NET

২

সরমা বললো, আজ রাত্তিরটা কাটলেও কাল সকালেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। ওকে তুমি বাড়িতে রাখবে কী করে?

দর্শন বললো, আজ রাত্তিরটা তো কাটুক! এখন লোকের চোখে পড়লে ছেলেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!

সরমা বললো, দিনের আলোয় লোকে চিনে ফেললেও চট করে মেরে ফেলতে পারবে না। অনেক কথা কাটাকাটি হবে। রাত্তিরের অন্ধকারেই মানুষ বেশি হিংস্র হয়।

ছেলেটার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা নয়, বরং ফর্সা, গোলগাল। গালে তিন-চারদিনের গোঁপ-দাঁড়ি। জখম হয়েছে বেশ, লোকের ছুঁড়ে মারা ইঁট-পাথরে মাথার পেছন দিকটা কেটে গিয়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, বাঁ পায়ের গোড়ালিটা কিছুটা থ্যাঁৎলানো। চোখের সামনে অন্য সঙ্গীদের পিটুনি খেয়ে মরতে দেখেছে সে।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসায় তার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে, জ্বরও

এসেছে। গোয়ালঘরের পাশের ঘরটা পাটগুদাম, সামনের দিকে অনেকগুলো পাটের গাঁঠরি। পেছন দিকে কয়েকটা বস্তা পেতে শোওয়ানো হয়েছে ছেলেটিকে। সে কুঁকড়ে-মুকড়ে রয়েছে। নাম বলেছে, রঘু। খুব সম্ভবত মিথ্যে নাম। ডাকাত হলে রঘু নামটা যেন মানিয়ে যায়।

ওদিকে হৈ-হট্টগোল হঠাৎ থেমে গেছে। দিঘির ধারটা শুনশান। লাশগুলো দিঘিতে ফেললে জল দূষিত হবে বলে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে খালের ধারে। খালে এখন জল নেই। মামুদপুরের লোকেরা ফিরে গেছে তাদের গ্রামে। খেলার দলটি হয়তো মুর্গীর ঝোল আর ভাত খাবে। আর সবাই শুয়ে পড়েছে যে-যার বাড়িতে। সব-কিছুই স্বাভাবিক, এটা দেখানো দরকার।

সরমা স্বামীর পাশে শুয়ে ফিসফিস করে বললো, ঐ বদমাশ ছোঁড়াটাকে তুমি বাড়িতে নিয়ে এলে, ওকে আমরা বাঁচাবো কেন? ডাকাতদের দলে ভিড়েছে, ধরা না পড়লে ও-ই তো মানুষ মারতো, লোকের সর্বস্ব কেড়ে নিত। ঐ সব আপদদের কেউ সাহায্য করে?

দর্শন কোনো উত্তর দিতে পারে না। সে বুদ্ধিজীবী নয়। কোনো মহান আদর্শ তার নেই। সে নিতান্ত একজন সাধারণ গৃহস্থ। ভীতু। কিছুতেই মানুষকে মারার কথা ভাবতে পারে না। একটা জলজ্যান্ত মানুষ মরে যাবে? এত কিছু না ভেবেই সে ছেলেটাকে লুকিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আর কয়েক মিনিট দেরি হলে ধরা পড়ে যেত। ঐ ছেলেটারও লাশ পড়ে থাকতো খালের ধারে।

ভীতু হলেও নির্বোধ নয় দর্শন। মোটামুটি সম্পন্ন অবস্থা, বিষয়-সম্পত্তি সব ঠিকঠাকই তো সে দেখাশুনো করছে। বাড়িভর্তি লোক, তার নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছাড়াও রয়েছে তার মৃত দাদার পরিবার। সবাই দেখেছে ছেলেটিকে। এতজন মানুষ গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না কেউ গল্প করবে অন্যদের কাছে। একজন ডাকাতকে আশ্রয় দেবার জন্য গ্রামের মানুষ তাকে কী শাস্তি দেবে, কে জানে? সে যাই হোক, ছেলেটাকে সকাল-সকাল পার করে দিতে হবে। তারপর আবার ও ধরা পড়ুক কিংবা দর্শনের চোখের আড়ালে যা খুশি ঘটুক!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোলাহলে। আরও শোনা যাচ্ছে জিপ গাড়ির শব্দ। পুলিশ এসে গেছে তাড়াতাড়ি? ওদের তো আঠারো মাসে বছর আর ছত্রিশ ঘণ্টায় দিন! দু'খানা জিপ আর এক লরি ভর্তি পুলিশ এসেছে। দৌড়োদৌড়ি করছে খালপাড় থেকে দিঘির ধার পর্যন্ত। খানিক বাদে লোকের বাড়ি-বাড়ি আসবে।

চোখ মুছতে মুছতে দর্শন ভাবলো, এ তো তাহলে ভালোই হলো। ঐ ছেলেটাকে এখন ছেড়ে দিলে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। তাতে ও প্রাণে বেঁচে যাবে। জেল খাটবে দু'চার বছর। সে শাস্তি তো ওর পাওনা।

সরমা ঠিক যেন তার মনের কথা বুঝেছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললো, এই বেলা ছেলেটাকে ঠেলে বার করে দাও!

দর্শন ঢুকে গেল পাটগুদামের মধ্যে। এখানে খুব ইঁদুরের উৎপাত, তা অগ্রাহ্য করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে রঘু। ঘুমোলে মানুষকে দেখে বোঝা যায় না, সে চোর না সাধু। হিংস্র না শান্ত। স্বপ্নেও বোধহয় মৃত্যুভয় পাচ্ছে ছেলেটা, তাই মুখখানা ঘুচিমুচি হয়ে আছে।

তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো দর্শন।

ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়ে আঁ আঁ শব্দ করতে করতে বললো, মেরো না, মেরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি!

দর্শন বললো, মুখ ঢাকছো কেন? তাকাও আমার দিকে। শোনো, পুলিশ এসে গেছে, তোমার আর ভয় নেই!

মুখ থেকে হাত সরালো বটে, কিন্তু সারা মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন। অস্ফুট স্বরে বললো, পুলিশ? কোথায়?

দর্শন বললো, ভালোই তো হলো, তোমাকে আর কেউ মারবে না।

ছেলেটি উঠে বসে দর্শনের পা চেপে ধরে বললো, আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো। আমায় পুলিশে দেবেন না। পুলিশ আমাকে শেষ করে দেবে!

–পুলিশ তোমাকে মারবে কেন? গ্রামের লোকেরা যাতে তোমায় না মারে, পুলিশই তো তোমায় এখন বাঁচাতে পারে।

–আপনার পায়ে পড়ছি। পুলিশ আমাকে পেলেই মেরে ফেলবে। আমার নামে অন্য কেস আছে। পুলিশ মারার কেস।

–পুলিশ মারা মানে, পুলিশ খুন করেছো?

–না, খুন করিনি। জীবনে আমি কখনো খুন করিনি। মা কালীর দিব্যি। একটা পুলিশের হাতের রুল কেড়ে নিয়ে তাই দিয়েই পিটিয়েছিলাম। সেই থেকে আমার ওপর ওদের রাগ। আমাকে ধরতে পারলে আর জ্যান্ত ছাড়বে না।

দর্শন চুপ করে গেল। খুনোখুনির কথা শুনলেও তার গা গুলোয়।

সরমা চলে এসেছে পেছন পেছন। সে জানে, তার স্বামী দুর্বল। এ সংসারের বিপদের কথা সরমাকেই চিন্তা করতে হবে। একজন ডাকাত ও দাগী আসামীকে সে কিছুতেই এ বাড়িতে আশ্রয় দেবে না।

সরমা বললো, ও সব আমরা জানি না। তোমাকে এখন যেতেই হবে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ো কি না পড়ো, সে আমরা জানি না।

ছেলেটা হাত জোড় করে বললো, মা জননী, দয়া করুন। বেরুলেই ধরা পড়ে যাব। লোকে ধরিয়ে দেবে।

বিপদে পড়লে অনেকেই মা বলে। আবার ডাকাতি করতে এসে মায়ের বয়েসী মহিলার কান থেকে দুল ছিঁড়ে নেয় না? নিজের বোনের বয়েসী মেয়েদের নষ্ট করে যায় না? পৃথিবীতে যখন জন্মেছে, তখন এ ছেলেটারও নিশ্চয়ই একটা মা আছে। সেই মা তার ছেলেকে ডাকাত হতে দিল কেন?

ঐ ডাক শুনে সরমার মন গললো না। সে কঠোরভাবে বললো, যেতে তোমাকে হবেই, এ কথা সাফ বলে দিচ্ছি। তোমার দায়িত্ব আমরা নিতে যাবো কেন? অন্যায় করেছো, শাস্তি পাবে। ওঠো, বেরোও এখান থেকে!

রঘু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো সরমার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পায়ে খুব ব্যথা। অসম্ভব ব্যথা।

–ওসব ন্যাকামি এখানে চলবে না। দাঁড়াতে ঠিকই পারবে। ডাকাতি করতে আসার সময় মনে ছিল না?

–সত্যি উঠতে পারছি না।

–চ্যাংদোলা করে তোমায় বাইরে ফেলে দিয়ে আসবো।

–তাই দিন তা হলে!

সরমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, ওর পা দু'খানা ধরো। আমি হাত ধরছি!

দর্শন ইতস্তত করতে লাগলো। ছেলেটার পা এখনো রক্তমাখা। ঐ পা সে ধরবে কী করে? এর মধ্যেই তার বমি-বমি ভাব আসছে।

কোনো কথা না বলে দর্শন দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

সব কটা বাড়ির লোক জেগে উঠে দাঁড়িয়েছে বাইরে। সামনের মাঠটায় থেমে আছে একটা পুলিশের জিপ। দু'জন অফিসার নেমে দাঁড়িয়ে একজন সাদা পোশাকের মানুষের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

পেছনের উঠোনের কোণে বমি করে, চোখে-মুখে জল দিয়ে ফিরে এলো দর্শন।

সরমা বললো, তোমার সব তাতেই ভয়। তা হলে এবার এক কাজ করো, ঐ পুলিশদের গিয়ে খবর দাও। বলো গে, একটা ডাকাত জোর করে পাটগুদামে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তখন ওরাই যা হোক ব্যবস্থা করবে। তাতে আমাদের কোনো দোষ হবে না!

কিছু উত্তর দেবার আগেই কে যেন ডাকলো, দর্শন, ও দর্শন!

পাশের বাড়ির একটা জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা চামড়া-কোঁচকানো, ফর্সা, পুরোনো হাত।

বঙ্কু বললো, ও দর্শনদাদা তোমাকে পিসি ডাকছে।

ভব পিসিমা! তিনি আবার কী বলতে চান, ভব পিসিমার ডাক অগ্রাহ্য করা যায় না।

দর্শন সেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভব পিসিমা তাঁর দাঁতহীন মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, ওকে একটা শাড়ি পরিয়ে দে।

দর্শন আমূল চমকে উঠলো। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো, কী বললে, পিসি?

–ছেলেটাকে একটা শাড়ি পরিয়ে দে। তারপর প্রীতি-বীথিদের সঙ্গে মিশে থাকুক। কেউ চিনতে পারবে না।

–পিসি, তুমি কোন্ ছেলেটার কথা.. মানে তুমি জানলে কী করে এরই মধ্যে?

–দেরি করিস না, পুলিশ বাড়িতে চলে আসবে একটু পরেই।

ভব পিসিমার কথা শুনলে গা ছমছম করে। চোখে ভালো দেখতে পান না, ঘর থেকে বেরোন না, তবু তিনি সব জেনে যান।

এতক্ষণে দর্শন অনেকটা স্বস্তিও বোধ করলো। এই প্রথম একজন সমর্থন জানালো তাকে। ভব পিসিমার সমর্থনের মূল্য অনেক। তিনি ছেলেটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চান না।

নিজের মেয়ের নাম বীথি। দাদার ছেলে বিয়ে দেওয়া হয়েছে গত বছর, সেই বউয়ের নাম ছিল রমা। সরমার সঙ্গে গুলিয়ে যাবে বলে রমার নাম বদলে রাখা হয়েছে প্রীতি। বীথি আর প্রীতি প্রায় সমবয়েসী, ওদের দু'জনের খুব ভাব।

দৌড়ে বাড়িতে এসেই দর্শন বীথিকে বললো, তোর একটা শাড়ি বের কর। রঙিন শাড়ি। পাটগুদামে গিয়ে লোকটাকে শাড়ি পরিয়ে নিয়ে আয় এখানে।

সরমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ভব পিসিমা বলেছে!

প্রীতি আর বীথি মজা পেয়ে গেল। একজন পুরুষ মানুষকে শাড়ি পরাবার কল্পনাতেই তারা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সরমা জানে, ভব পিসিমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা যাবে না। এর আগে কেউ কেউ পিসিকে অবহেলা করে দেখেছে, বাড়িতে কোনো-না-কোনো বিপদ ঘটে যায়। পিসির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কিংবা ও ডাইনী।

মুখ ভার করে সরমা বললো, বাবার ক্ষুরটা আর সাবান জলও নিয়ে যা। মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে শাড়ি পরে আসবে নাকি?

দর্শন বললো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি প্রীতির বোন, কাল রাত্তিতেই বেড়াতে এসেছে।

প্রীতি আর বীথি সব জিনিসপত্র নিয়ে ঢুকে গেল পাটগুদামের মধ্যে।

একটা চেয়ার টেনে বাড়ির সামনের বাতাবি লেবুগাছটার তলায় বসে হাঁটু দোলাতে লাগলো দর্শন। শরীরে অস্থির অস্থির ভাব। কতক্ষণ লাগবে ওদের? ছেলেটা শাড়ি পরতে রাজী হবে তো? তার আগেই পুলিশ এসে পড়লে কেলেঙ্কারি।

খানিক পরেই প্রীতি আর বীথির সঙ্গে বেরিয়ে এলো তৃতীয় একটি নারী। চড়া হলুদ রঙের শাড়িতে রঘুকে বেশ মানিয়ে গেছে। তার দাড়ি এখনো কড়া হয়নি, বেশ মসৃণ গাল।

এখনো হাসি চাপতে পারছে না প্রীতি আর বীথি।

সরমা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বীথি উচ্ছল গলায় বললো, বাবা, ওর নাম সুনীতি!

দর্শন বললো, তোরা তিনজনে মিলে তরকারিগুলো কুটে ফ্যাল।

৩

জিপ গাড়িটা দর্শনের প্রায় সামনে এসে থামলেও দর্শন চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। যারা জাল-জোচ্চুরির কারবার করে, তাদের পুলিশকে খাতির করার কারণ আছে, দর্শন ও সবের ধার ধারে না। জমিতে ফসল হয়, ফলমূল হয়, তাই বেচে তার সংসার চলে, সব সাদাসিধে ব্যাপার। নরেন সরকার একবার একটা মিটিং-এ বলেছিলেন, পুলিশ হচ্ছে জনসাধারণের দারোয়ান এবং গভর্মেন্টের একটা চোখ। দেখে কোথায় কি ঘটবে, সেখানে পুলিশ বাধা দেবে। তা বলে, যখন তখন সাধারণ মানুষদের চোখ রাঙাবার অধিকার পুলিশের নেই। কিন্তু পুলিশ তো ধমকে ধমকেই কথা বলে।

দর্শন তৈরি হয়ে রইলো, ধমক সে গ্রাহ্য করবে না। ডাকাতদের তাড়া করে এসেছে মামুদপুরের ছেলেরা। এ গ্রামের কোনো দায়িত্ব নেই।

জিপ থেকে নেমে এলো একজন অফিসার। দর্শনকে অবাক করে সে বললো, এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

সঙ্গে সঙ্গে দর্শন দাঁড়িয়ে পড়লো। গৃহস্থবাড়িতে কেউ এসে জল চাইলে সেটা গৃহস্থের ভাগ্য। শুধু জল দিতে নেই, সঙ্গে কিছু একটা মিষ্টি, অন্তত একটা বাতাসাও দিতে হয়।

BANGLA PDF.NET

দর্শন খাতির করে বললো, বসুন, বসুন।

হাঁক দিয়ে বললো, পটু, মাকে বল তো জল দিতে। কাচের গেলাসে।

সরমা ঘর থেকে সব দেখছে। নারকেল নাড়ু তৈরি করা আছে বাড়িতে। সোনার মতন ঝকঝকে পেতলের রেকাবিতে আট-দশটা নাড়ু, এক ঘটি জল ও দুটি গেলাস পাঠিয়ে দিল বাইরে।

পুলিশ অফিসারটি বললো, বাঃ, নারকেল নাড়ু? অনেকদিন খাইনি।

টপাটপ গোটা তিনেক নাড়ু মুখে পুরে জিপটার দিকে তাকিয়ে সে বললো, তুমিও খাবে নাকি, সেনগুপ্ত?

অন্য পুলিশটি নেমে এলো। দু'জনে তৃপ্তির সঙ্গে নারকেল নাড়ু আর জল খেল। তারপর একজন একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে দর্শনের দিকে এগিয়ে বললো, নিন!

পুলিশ সব সময় অন্যের সিগারেট খায়। এরা নিজেরা দিচ্ছে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

সে বললো, আমি খাই না।

যার নাম সেনগুপ্ত, সে বললো, খুব সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে কাল রাত্তিরে। টের পেয়েছিলেন কিছু? নাকি ঘুমোচ্ছিলেন?

দর্শন বললো, ঘুমোচ্ছিলাম, চ্যাঁচামেচি শুনে জেগে উঠেছি। অত গোলমালে ঘুমোয় কার সাধ্য। মামুদপুরের ছেলেরা ডাকাত তাড়া করে এসেছিল।

–ডাকাতগুলো যখন ধরা পড়লো, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ।

–ডাকাতগুলোকে ধরে-বেঁধে রাখতে পারলো না? কারা অমনভাবে মারলো বলুন তো?

–সবাই মিলে মেরেছে। দুটো গ্রামের মানুষ সবাই। আমিও একটা লাথি মেরেছি।

–দু'জন পালিয়েছে।

–দু'জন?

–হ্যাঁ। সেরকমই দেখা যাচ্ছে। একজন অবশ্য এখান থেকে পালিয়েও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে কুলতলী থানায়। অনেক মার খেলেও সে বেঁচে যাবে। অন্য জনের কোনো সন্ধান নেই। স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

–আপনাদের কে খবর দিল?

–ঐ যে কুলতলী থানায় একজন ধরা পড়লো, তাকে জেরা করেই জানা গেল। আপনার নাম তো দর্শন পাল, তাই না? বেশ সুন্দর বাড়িখানা আপনার। সামনের এই মাঠটা, এও কি আপনার জমি?

–না, ওটা জমিদারদের সম্পত্তি। তবে তাদের কেউ তো আর এখন গ্রামে থাকে না। আসেও না।

–আচ্ছা দর্শনবাবু, কাল যাদের মারধোর করা হলো, তারা কি সত্যি ডাকাত ছিল? আপনি তো দেখেছেন, আপনার কী মনে হয়?

–মামুদপুরের ছেলেরা তো ডাকাত বলেই ওদের তাড়া করে এসেছে! পরপর দু'মাসে দুবার ডাকাতি হয়েছে এ তল্লাটে।

BANGLAPDF.NET

–তবু, এরাই যে ডাকাতি করেছে...আজকাল নিরীহ মানুষও গ্রামে ঘুরলে.. আচ্ছা পালমশাই, আপনারা যে জল খান, পুকুরের জল, না কুয়োর জল?

দর্শন লক্ষ্য করছে, পুলিশ দু'জনের কথার মধ্যে জেরার ভাব নেই। বেশ নম্র গলা। হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছে। কেমন যেন খট্‌কা লাগছে তার।

সে বললো, আমরা টিউবওয়েলের জল খাই।

একজন পুলিশ বললো, বাঃ, তবে তো কোনো চিন্তা নেই। আসলে ব্যাপার কী জনেন, আজই খানিকবাদে এস. পি. সাহেব আসবেন। কলকাতা থেকে ডি. আই. জি (ক্রাইম) খান সাহেবেরও আসার কথা আছে। ওনারা যদি জল খেতে চান, বুঝলেন তো, ওনারা শহরের মানুষ, পুকুর কিংবা কুয়োর জল খেতে পারেন না, ভয় পান। বেশ গরম পড়েছে তো, দরকার পড়লে আপনার টিউবওয়েল থেকে জল নেওয়া যাবে?

দর্শন বললো, তা নেওয়া যাবে না কেন? এ গ্রামের আরও তিন-চারটে বাড়িতে টিউবওয়েল আছে।

–আপনার টিউবওয়েলটা একটু দেখতে পারি?

টিউবওয়েলটা বাড়ির পেছন দিকের উঠোনে। পেছন দিকেই লম্বা টানা দাওয়া, পরপর ঘর। টিউবওয়েল দেখার ছুতো করে এরা অন্দরমহলটা দেখতে চায়।

দর্শন তাদের নিয়ে এলো উঠোনে।

দাওয়ায় বসে শাড়ি-পরা তিন যুবতী কুটনো কুটছে। ফিসফিস করে কী যেন হাসির গল্প করছে তারা। দর্শনেরও মনে হলো, সত্যিই যেন তিনটি মেয়ে।

পুলিশ দু'জন টিউবওয়েল পাম্প করে গণ্ডুষে জল নিয়ে মুখ ধুলো। একজন বললো, আঃ, ভারি পরিষ্কার জল।

দর্শন জিজ্ঞেস করলো, আমার বাড়ির ঘরগুলো দেখবেন?

দু'জনেই যেন বেশ অবাক হয়ে গেল। একজন বললো, না, না, ঘর দেখবো কেন? আপনাদের কোনো রকম ডিসটার্ব করতে চাই না।

অন্যজন বললো, আসল ব্যাপার কী জনেন? আমাদের এস. পি. সাহেবের অনেক রকম বাতিক আছে। টিউবওয়েল যদি পায়খানা-বাথরুমের কাছাকাছি হয়, তা হলে সেই জলে তিনি গন্ধ পান। আপনার টিউবওয়েল তো উঠোনের মধ্যে, ওসব কিছু নেই, জল বেশ ভালো!

একজন কনস্টেবল সরাসরি হুট করে ঢুকে এলো ভেতরে। অফিসার দু'জনকে সেলাম করে বললো, সাহেবরা এসে গেছেন!

সবাই দ্রুত পায়ে চলে গেল। বড় বড় পুলিশ সাহেবরা কিন্তু কেউ দর্শনের বাড়ির দিকে এলেন না। তার বাড়ির টিউবওয়েলের জলেরও প্রয়োজন হলো না। ঘণ্টাখানেক দিঘি ও খালপাড়ে ঘোরাঘুরি করে বড় সাহেবরা ফিরে গেলেন।

তারপরই খটাখট শব্দে খুঁটি পোঁতা হতে লাগলো দর্শনের বাড়ির সামনের মাঠটায়। খুব তাড়াতাড়ি সেখানে একটা বড় তাঁবু খাটানো হয়ে গেল। কোথা থেকে এসে গেল কয়েকটা খাটিয়া। গোটা চারেক পুলিশ থাকবে। এখানে একটা পুলিশ চৌকি বসাবার হুকুম দিয়ে গেছেন বড় সাহেবরা।

গ্রাম থেকে সাতজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। তাদের মধ্যে রয়েছে পাশের বাড়ির বঙ্কু। অথচ বঙ্কু বিশেষ কোনো দোষ করেনি, গণপিটুনিতে তার বড় কোনো

ভূমিকা ছিল না। এমনিতে নিরীহ মানুষ বঙ্কু, তার একটাই দোষ, সে বেশি কথা বলে। নিজে থেকেই সে পুলিশ সাহেবেদের সঙ্গে কী সব কথা নাকি বলতে গিয়েছিল, তখন এস. পি. সাহেব বলেছেন, আপনি থানায় আসুন, ওখানে কথা হবে। দর্শনের ভয় হলো, বঙ্কু থানায় গিয়ে জেরার মুখে তার বাড়ির ছেলেটার কথাও না বলে দেয়!

ভব পিসি প্রায় সব সময়েই শুয়ে থাকেন একটা চওড়া খাটে। ফর্সা টুকটুকে রং, মাথায় চুল সব সাদা, কপালের চামড়া ঢেউ খেলানো। তাঁর কাছে মানুষজন এলে তিনি চোখে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা পরে নেন, তবু ভালো দেখতে পান না। তিরাশি-চুরাশি বছর বয়েস হলেও ভব পিসির গলার আওয়াজ পরিষ্কার।

দর্শন গিয়ে তাঁর খাটের সামনে দাঁড়াতেই ভব পিসি বললেন, বোস, বাবা বোস! চিন্তার কিছু নেই। বঙ্কু বলে দেবে না। আমি নিষেধ করেছি।

দর্শন বললো, পিসি, আমার তো অন্য চিন্তা হচ্ছে। বঙ্কুকে থানায় নিয়ে গেল, যদি আটকে রাখে।

ভব পিসি বললেন, রাখবে না। বিকেলের আগেই ছেড়ে দেবে। বঙ্কু তো কোনো দোষ করেনি। ধরবে কাদের জানিস? মামুদপুরের ছেলেদের।

–পিসি, তোমার কথা মতন ছেলেটাকে শাড়ি পরিয়েছি। পুলিশ বাড়ির উঠোনে গিয়ে দেখলো, কোনো সন্দেহ করেনি।

সন্দেহ করার সময় এখনো যায়নি। কাঁঠাল গাছতলায় তাঁবু ফেলে পুলিশ বসে আছে না? তোর বাড়িতে কে আসে, কে যায় সবই তো ওরা দেখবে!

–ছেলেটাকে নিয়ে আমি কি করবো, বলো তো?

–সন্ধ্যে হলে বাড়ি থেকে বার করে দিবি! তুই কেন রাখতে যাবি ওকে?

–ও ছেলেটা গ্রামের মানুষদের চেয়েও পুলিশকে বেশি ভয় পায়। আমার পা ধরে বলেছিল, পুলিশের হাতে যেন ওকে তুলে না দিই। বাইরে পুলিশ দেখে যদি ও যেতে না চায়?

–হুঁ।

–তখন কী করবো, বলো?

–দর্শন, তোর মেয়ের বিয়ে দিবি করে? ওর পরীক্ষা তো হয়ে গেছে।

–কবে ওর বিয়ে হবে, তা তুমিই তো বলে দেবে! কোথায় ওর ভাগ্য বাঁধা আছে, তা তুমিই জানো!

ভব পিসি এবার একগাল হেসে চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ।

তারপর বললেন, আমি কি সব জানি? আমি সব কিছু দেখেতে পাই না রে! কিছু কিছু দেখি। আবার মাঝে-মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

দর্শন বললো, তাও তুমি যে সব কথা বলো পিসি, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। কী করে পারো? আমরা যা দেখি না, তুমি ঘরের মধ্যে বসে তা দেখতে পাও! বিলেত আমেরিকা হলে তোমার কত নামডাক হয়ে যেত!

দূর! ওসব কিছু না। অন্য অচেনা লোক এসে জিজ্ঞেস করলে আমি কিছুই বলতে পারি না। তখন কিছুই মনে পড়ে না। জ্যোতিষীরা যা পারে, আমি তাও পারি না। তুই একবার বঙ্কুকে ডাক তো!

–বঙ্কুকে তো থানায় ধয়ে নিয়ে গেছে, ভুলে গেলে?

–ও হরি, ঠিক তো। ছেড়ে দেবে, কোনো চিন্তা নেই। তা হলে একবার বউমাকে ডাক।

বঙ্কুর বউ মণিকে ডাকতে হলো না। সে এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, ঘরে ঢোকেনি। সে এবার চৌকাঠে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছেন, পিসিমা?

ভব পিসি বললেন, রাত্তিরের আগেই বঙ্কু ফিরে আসবে, কান্নাকাটি করো না। সে তো কোনো দোষ করে নি।

মণি মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, নির্দোষীরাই তো আজকাল শাস্তি পায়। আর যারা কুকর্ম করে, তারা ড্যাং ড্যাং করে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ায়। আগ বাড়িয়ে ওর পুলিশের সামনে যাওয়ার কী দরকার ছিল?

ভব পিসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবু আমি বলছি, বঙ্কুর বিপদ হবে না। আমায় পাঁচটা তামার পয়সা দিতে পারো, বউমা?

মণি বললো, তামার পয়সা? কোথায় পাবো? এখন তো আর পাওয়া যায় না। এক পয়সা জিনিসটাই উঠে গেছে। এখন পাঁচ নয়ার নিচে কিছু নেই!

দর্শন বললো, একটা টাকারই কোনো দাম নেই। এই কটা কাঁচা লঙ্কার দাম দেড় টাকা।

ভব পিসি বললেন, বাড়িতে পুরোনো কালের তামার পয়সাও নেই?

দর্শন বললো, আমাদের বাড়িতে খুঁজে দ্যাখ, বাবা। আর শোন, সন্ধের সময় প্রীতি আর বীথিকে একবার আসতে বলিস। সেই সঙ্গে ওকেও পাঠিয়ে দিস। পেছনের উঠোন দিয়ে আসতে বলিস, মণি এদিকের দরজা খুলে দেবে।

দর্শন ফিরে গিয়ে দেখলো, তার বাড়ির উঠোনের টিউবওয়েল থেকে জল নিচ্ছে একজন কনস্টেবল। বারান্দায় বীথিরা কেউ নেই।

দক্ষিণ দিকের কোণে ঘরটা বীথির। তার ছোট বোন সতিও সেখানে শোয়। একটা খাট আর রয়েছে পড়ার টেবিল ও দুটো চেয়ার। প্রীতি ও বীথি বসেছে খাটে, শাড়ি-পরা ছেলেটি বসেছে চেয়ারে।

বীথি জিজ্ঞেস করলো, তোমার নামটা কী, সত্যি করে বলো না, ভাই।

ছেলেটা বললো, কতবার বললাম, রঘুনাথ সামন্ত।

প্রীতি বললো, এখন তা হলে তোমার নাম অনুপমা দাস। আমার আগেকার নাম ছিল রমা। রমার বোন অনুপমা।

বীথি বললো, অনুপমা বড্ড বড়। রমার বোন ক্ষমা হতে পারে না? ক্ষমাই বেশ ভালো।

–দুজনে হেসে এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়লো।

তারপর দরজার কাছে মাকে দেখে বীথি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা, তুমি এখানে আসবে না। তুমি যাও তো!

সরমা শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোরা এখানে কী করছিস? খাবি না!

বীথি বললো, একটু পরে। আমরা বউদির বোনের সঙ্গে গল্প করবো না।

সরমাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বীথি। আজকালকার মেয়েদের বেশি বকাঝকা করা যায় না। বীথি বেশ জেদী মেয়ে। একটা ডাকাত

ছেলেকে নিয়ে ঘরে বসে রইলো দুটো মেয়ে। হোক না শাড়ি-পরা, তবু তো ডাকাত!

দর্শনকে ফিরতে দেখে, সে-ই এই সবকিছুর জন্য দায়ী, এরকম একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিল সরমা।

দরজা বন্ধ করার পর বীথি বললো, তাহলে ও-ই ঠিক রইলো, তোমার নাম ক্ষমা। হ্যাঁ, ভাই ক্ষমা, তুমি কি কখনো যাত্রার দলে মেয়ের পার্ট করেছো?

রঘু গম্ভীর গলায় বললো, না!

প্রীতি বললো, তাহলে তুমি এমন নিখুঁতভাবে শাড়ি সামলাতে শিখলে কোথায়? হাঁটাচলাও একেবারে ঠিকঠাক।

রঘু বললো, ওসব আবার শিখতে হয় নাকি?

বীথি জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়িতে কে আছে? বাবা, মা?

–বেঁচে নেই।

–ভাইবোন কেউ নেই?

–দুই দাদা আছে, তারা অন্য জায়গায় থাকে।

–বউ নেই?

রঘু ঘাড় নাড়তেই দুটি মেয়ে আবার খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

প্রীতি একটু থেমে বললো, ডাকাতদের বুঝি বিয়ে করতে নেই?

রঘু কোনো উত্তর দিল না।

বীথি বললো, তুমি মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসো। তোমার ঘাড়-ছাঁটা চুল দেখতে বিচ্ছিরি লাগছে। তুমি ডাকাতি করতে শুরু করলে কেন, চাকরি-বাকরি কিছু পাওনি বুঝি?

বন্ধ ঘরের মধ্যে দুটি মেয়ের সামনে কোনো পুরুষই সপ্রতিভ থাকতে পারে না। রঘু একটু একটু ঘামতে শুরু করেছে।

সে আড়ষ্ট গলায় বললো, আমি কখনো ডাকাতি করিনি। ওরা জোর করে আমাকে এবার দলে নিয়ে এসেছে।

–ডাকাতি করতেই যে আসছো, তা জানতে নিশ্চয়ই?

–না। ওরা বলেছিল, শুধু একজনকে ভয় দেখাবে। আমরা আসল ডাকাত নই।

–তা হলে আগে একবার পুলিশকে মেরেছিলে কেন?

–সে অন্য ব্যাপার।

–মামুদপুরের লোকদের দিকে বোমা ছুঁড়ে মেরেছিলে। দু'জনের বেশ চোট লেগেছে।

রঘু চুপ করে গেল।

বীথি আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি তোমরা আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করতে আসতে, তা হলে আমাদেরও মারধোর করতে, তাই না? আমার কান থেকে এই দুল দুটো দিতে না চাইলেও ছিঁড়ে নিতে?

রঘু এবারও কোনো কথা বললো না।

বীথি ধমক দিয়ে বললো, ন্যাকার মতন চুপ করে আছো কেন? উত্তর দাও।

প্রীতি বললো, আচ্ছা, তোমাদের ডাকাত দলে কোনো মেয়ে থাকে না? চম্বলে তো অনেক মেয়ে ডাকাত হয়।

BANGLAPDF.NET

বীথি বললো, তোকে বন্দুক দিলে গুলি ছুঁড়তে পারতিস?

প্রীতি বললো, প্র্যাকটিশ করলেই পারতুম। অ্যাই রঘু, তোমার তো পাইপগান আছে। কী করে গুলি ছুঁড়তে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে?

বীথি বললো, তুই ডাকাত হবি নাকি রে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রীতি বললো, না শেখালে আমরাও তোমাকে অনেক কিছু শেখাবো না!

৪

সন্ধেবেলা অন্ধকারের মধ্যে এক বাড়ির উঠোন দিয়ে অন্য বাড়ির উঠোনে চলে এলো তিনটি শাড়ি-পরা ছায়া।

বঙ্কু একটু আগে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসেছে। একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা। না, থানায় তাকে মারধোর করা হয়নি, দুপুরবেলা খেতেও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিন-চারজন বড় বড় পুলিশ অফিসার তাকে অনবরত জেরা করেছে। ডাকাতদের পিটিয়ে মেরে ফেলার পাণ্ডা কারা, তাদের নাম বলতে হবে, বঙ্কু কোন পার্টি করে, এ গ্রামের সে কোন পার্টিতে আছে, ওরেন সরকার কতবার এখানে আসে – এই সব প্রশ্ন। আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর। মামুদপুরের ছেলেরা ডাকাত বলে যাদের তাড়া করে এসেছিল, তারা নাকি আসলে ডাকাত নয়, অন্য পার্টির লোক। বঙ্কুকে আজকের মতন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কাল তাকে আবার থানায় হাজিরা দিতে হবে।

বঙ্কুর ঘরে ভিড় জমিয়েছে পাড়া-প্রতিবেশীরা। বঙ্কু কথা বলতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে।

ভব পিসিমা বিছানার ওপর পাঁচটা তামার পয়সা সাজিয়ে রেখেছেন। দর্শন অনেক কষ্টে এগুলো খুঁজে পেয়েছে। ব্রিটিশ আমলের বড় তামার পয়সা। তার মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ছিল, মা মারা যাবার পর সেটা কেউ এতদিন খোলেওনি।

বীথি আর প্রীতি রঘুকে নিয়ে ঢোকার পর ভব পিসিমা বললো, দরজাটা বন্ধ করে দে। আর যেন কেউ না আসে এখন।

অস্বচ্ছ চোখে তিনি রঘুকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। মুখটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু অন্তর পর্যন্ত যেন দেখে নিচ্ছেন। অদ্ভুতভাবে হাসলেন একটু। তারপর তিনি বীথিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছে?

বীথি বললো, ও তো কথাই বলতে চায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে, শুধু হুঁ-করে।

ভব পিসি রঘুকে আবার খানিকটা দেখে নিয়ে প্রীতিকে বললেন, একটা ডাকাতকে তোরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস, তোদের ভয় করে না?

প্রীতি ঠোঁট উল্টে বললো, ভয় কিসের? ও কী করবে?

ভব পিসি বললেন, শাড়ি পরিয়েছিস বটে, কিন্তু ওর যে বেশ ষণ্ডা-মার্কা চেহারা। ঘরের দরজা বন্ধ, ও যদি এখন আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, তোরা বাঁচাতে পারবি?

প্রীতি বললো, ইঃ! অত সহজ নাকি? ও কিছু করলেই চ্যাঁচাবো, সবাই ছুটে আসবে। বাইরে চারটে পুলিশ বসে আছে।

–তুই তাহলে জানলার কাছে দাঁড়া প্রীতি। একটা পাল্লা খুলে রাখ। এ ছোঁড়াটা একটু বেগড়বাই করলেই তুই চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকবি।

–তুমি অত ভয় পাচ্ছো কেন পিসি?

–আমার জন্য না রে, ভয় পাই তোদের জন্য।

রঘুর মুখখানা থমথমে হয়ে আছে। লজ্জা-রাগ-বিরক্তি-অসহায়তা এই সব কিছু মিলেমিশে আছে সেখানে।

ভব পিসিমা এবার তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, তোমার নাম কী?

রঘু কোনো উত্তর দিল না। বীথি বলে দিল, ওর নাম রঘুনাথ সামন্ত, আমরা ওর নাম দিয়েছি ক্ষমা।

ভব পিসি বললেন, তুই চুপ কর, ওকে বলতে দে।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, রঘু তবু চুপ করে রইলো।

বীথি বললো, এই ক্ষমা, পিসির কথার উত্তর দাও, নইলে চিমটি কাটবো কিন্তু।

প্রীতি বললো, জোরে ওর ঘাড়ে একটা চিমটি কেটে দে না।

একজন অচেনা পুরুষ মানুষ, সে আবার ডাকাত, তাকে নিয়ে খেলা করার এক রোমাঞ্চকর মজা পেয়ে গেছে মেয়ে দুটি। প্রীতির স্বামী এখানে নেই, সে চাকরি করে শহরে, সামনের শনিবার তার বাড়িতে আসবার কথা।

বীথির চিমটিতে রঘু এমন ছটফটিয়ে উঠলো যে ভব পিসিও হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ভালো চাস তো নাম বল, নইলে আরও চিমটি খাবি।

রঘু এবার বললো, আমার নাম রঘুনাথ সামন্ত।

ভব পিসি বিছানার ওপর তামার পয়সাগুলো ঘোরালেন। তারপর বললেন, মিথ্যে কথা। ওটা তোর আসল নাম নয়।

বীথি আর প্রীতি চমকে উঠলো। তারা ভব পিসির সব কথা বিশ্বাস করে। ছেলেটা তাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে?

রঘুর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভব পিসির মতন কোনো বুড়ি সে আগে দেখেনি।

ভব পিসি আবার জোর দিয়ে বললেন, তোর আসল নাম কী, সত্যি করে বল।

রঘু এবার বিড়বিড় করে বললেন, সুখেন্দু ঘোষ। আমার ডাকনাম রঘু।

তামার পয়সার দিকে তাকিয়ে ভব পিসি বললেন, উঁহুঃ, ডাকনামটাও ভুল। ঠিক করে বল।

–রাসু!

–হুঁ, এবার মিলেছে। বাড়িতে কে আছে? বাবা, মা?

–কেউ নেই।

–মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।

–বাবা আছে, মা নেই।

–হ্যাঁ, এটা মিলেছে। মিথ্যে কথা বলে পার পাবি না। বাবা কী করে?

–সেটলমেন্ট অফিসে আগে কাজ করতো, এখন কিছু করে না। সারা শরীরে বাত, হাঁটতে পারে না ভালো করে।

–তুই লেখাপড়া করেছিস?

–টেন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি। পরীক্ষা দিইনি।

–মিথ্যে কথা।

–সত্যি আমি টেন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি।

–ঠিক করে বল। কতদূর পড়েছিস?

–আপনি কি বলতে চান, আমি ইস্কুলে পড়িনি?

জানলার কাছ থেকে প্রীতি বললো, এই বীথি, ওকে আবার একটা রামচিমটি কাট না।

বীথি বললো, টেন ক্লাসে কী কী ইংরিজি পদ্য আছে বলো তো? একটাও মুখস্থ বলতে পারবে?

বীথির দিকে না তাকিয়ে রাসু ভব পিসিকে বললো, টেন ক্লাসে পড়ার কথাটা মিথ্যে নয়। তারপর পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছিলাম। কলেজেও পড়েছি কিছুদিন, তখন বাবা বললো ফিস-এর টাকা দিতে পারবে না।

–ইস্কুল পাশ-করা ছেলে ডাকাতিতে ঢুকলি? কোনো কাজকম্ম জোটাতে পারলি না?

–পাশ করলেই বুঝি চাকরি জোটে? কত পার্ট টু-পাশ ছেড়ে ট্রেনে হকারি করে।

–ডাকাতি করার চেয়ে বুঝি হকারি করা খারাপ? এই দ্যাখ না, তোর দলের লোকরা কেমন বেঘোরে মারা গেল। ছি ছি ছি ছি। এই বুঝি মানুষের জীবন। লোকের লাথি ঘুষি খেয়ে প্রাণ দিতে হলো। এই মেয়ে দুটোর বাপ দয়া না করলে তুইও এখন কোথায় থাকতি?

–আমি ডাকাতি করিনি কখনো। ওরা অন্য কথা বলে এনেছিল আমাকে সঙ্গে।

–মিথ্যে কথা।

–আমি ডাকাতি করিনি।

–মিথ্যে কথা।

–আগে আরেকবার ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেবারেও কিছু হয়নি, ভাগ্যটাই খারাপ, বাড়িতে ঢোকার আগেই পুলিশ ঘিরে ফেললো, দু'জন মাত্র পুলিশ ছিল, একজনকে মেরে আমরা পালিয়ে যাই।

–পুলিশ মারার পর সাহস বেড়ে গিয়েছিল। এখন যদি তোকে পুলিশে ধরিয়ে দিই, তোর কী হবে?

–আপনি যদি আমাকে মেরে ফেলতে চান, ধরিয়ে দিন। তা হলে আগে বাঁচালেন কেন? সারাদিন শাড়ি পরে রইলাম–

আর কথা এগোলো না। দরজায় দুমদাম ধাক্কা। বঙ্কুর ছোট ছেলে পানু ভয়ার্ত গলায় কী যেন বলছে।

বীথি দরজাটা খুলে দিতেই পানু দৌড়ে এসে বললো, ও ঠাকুমা, দেখবে এসো, বাবা কী রকম যেন করছে।

পানুর পেছনে আরও দু'তিনজন বাইরের লোক। প্রতিবেশী। তারা বীথি আর প্রীতির পাশে শাড়ি-পরা আর একজনকে দেখে কোনো সন্দেহ করলো না।

ভব পিসিকে ধরে ধরে নামানো হলো খাট থেকে। ঐ টুকুই যা অসুবিধে। এর পর পিসি নিজে নিজেই হাঁটতে পারেন।

BANGLADRIVE

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বীথির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বঙ্কুকে দেখতে যাচ্ছি। তোরা বাড়ি যা!

এক পা এগিয়ে তিনি আবার আদেশের সুরে বললেন, বঙ্কুর ঘরে তোদের ভিড় করার দরকার নেই। সোজা বাড়ি যাবি কিন্তু।

'বঙ্কুর ঘর থেকে পাখা নিয়ে আয়', 'জল, জল' এই সব শব্দ আসছে, তবু ভব পিসি বিচলিত হলেন না। তিনি রাসুকে মাঝখানে রেখে বীথি আর প্রীতির চলে যাওয়াটা দেখলেন। তারপর এগোলেন বঙ্কুর ঘরের দিকে।

লোকজনের হাজার কৌতূহলের উত্তর দিতে দিতে বঙ্কু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন মুখে তার চারপাশে ঝুঁকে আছে আট-দশজন নারী-পুরুষ।

পিসি বঙ্কুর মাথার পাশে বসে পড়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, ভয় নেই, ভয় নেই।

সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

পিসি বিধবা হয়েছিলেন অপুত্রক অবস্থায়। তিন কুলে আর কেউ নেই। বঙ্কুদের সংসারে তিনি নিতান্তই এক আশ্রিতা। তবু কেউ তাঁকে অবজ্ঞা করে না, কারণ তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে, অনেককেই বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করে দেন। এর জন্য তিনি অবশ্য কারুর কাছ থেকেই কোনো পয়সাকড়ি কিংবা দান নেন না। সকলে ভাবলো, পিসি যখন বলেছে ভয় নেই, তখন নিশ্চয়ই কোনো ভয় নেই।

একমাত্র মণিই এতে কোনো ভরসা পেল না। সে বারবার বলতে লাগলো, পানু শীগ্‌গির যা, প্রতুল ডাক্তারকে বাড়িতে পাস কিনা দ্যাখ। ডেকে নিয়ে আয়।

ডাক্তার ডাকার প্রস্তাবে পিসি কোনো আপত্তি করলেন না। ডান হাতের আঁজলায় জল নিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন বঙ্কুর বুকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগলেন মন্ত্র।

একটু পরেই বঙ্কু চোখ মেলে তাকালো।

পিসি বললেন, উঠিস না, শুয়ে থাক। বিশেষ কিছু হয়নি, সারাদিন তো ধকল কম যায়নি, তাই মাথা ঘুরে গেছে। ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে। তবু ডাক্তার এসে একবার দেখুন। আমি তো সব কিছু বুঝি না।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার সবাই বাড়ি যাও। ঘরের মধ্যে এত ভিড় করো না।

তিনি বিশেষভাবে দর্শন আর সরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা এবার বাড়ি যাও। সাবধানে থেকো।

দর্শন আর সরমা এদের উঠোনের খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাঝখানে খানিকটা জমিতে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। তারপরেই দর্শনদের বাড়ির উঠোন।

নিজের বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে সরমা বললো, পুলিশগুলো ঘন ঘন আমাদের টিউবওয়েলের জল নিতে আসছে, ওদের কত জল লাগে?

দর্শন কোনো উত্তর দিল না।

সরমা আবার বললো, ওরা আমাদের বাড়ির ভেতরটাতে নজর রাখছে, তাই না?

দর্শন বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়ালো। পুলিশদের তাঁবুতে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। খাটিয়া পেতে বসে আছে দু'জন কনস্টেবল। আর দু'জন কোথায় কে জানে!

হয়তো গ্রামে টহল দিতে বেরিয়েছে।

সরমা জিজ্ঞেস করলো, ভব পিসি কী বলেছে? ছেলেটা কখন যাবে?

–বলেছিল তো সন্ধেবেলা বিদায় করে দিতে।

–এখন রাত্তির আটটা ।

–ভব পিসি বলেছিল, পুলিশ যদি আমাদের বাড়ির মধ্যে ওকে ধরে, তা হলে আমাদের বিপদ হবে।

–সে কথা আমিও তোমাকে বলিনি? সেধে সেধে ঘরের মধ্যে বিপদ ডেকে আনা। পুলিশকে গিয়ে এখনো সব কথা খুলে বললেই তো হয়।

–সকালে কিছু বলিনি। এখন বললে আমাদের দোষ ধরবে না?

–তা হলে পেছনের মাঠ দিয়ে ওকে বার করে দাও। অন্ধকার মাঠ দিয়ে চলে যাক।

–সেই ভালো। ও চলে গেলে আমরা নিশ্চন্ত হবো। তাড়াতাড়ি ওকে দুটি খাইয়ে দাও বরং।

–আবার খাওয়াবার কী দরকার। অত আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

–হাজার হোক, অতিথি তো। না খেয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবে? রান্না করতে কতক্ষণ লাগবে?

–ভাত হয়ে গেছে। ওকে আমি এক্ষুনি খাইয়ে দিচ্ছি।

বীথি আর প্রীতি ঘরের মধ্যে বসে রাসুকে নিয়ে খুনসুটি করছিল, সরমা ডাকতেই বীথি বললো, এখন না, একটু পরে যাচ্ছি।

এবার সরমা কঠোর গলায় মেয়েকে বললো, কী ন্যাকামি হচ্ছে? এবার মার খাবি কিন্তু আমার হাতে। তোর বাবা ডাকছে ওকে, জরুরি কথা আছে।

সরমা রাসুকে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে বসালো। ভাত বেড়ে দিল কাঁসার থালায়, ওবেলার ডাল আছে, দু'খানা বেগুন ভেজে দিলেই খাওয়া হয়ে যাবে।

রাসু জিজ্ঞেস করলো, আমি একা খাবো? বীথি আর প্রীতি বসবে না?

সরমা বললো, ওদের দেরি আছে, তুমি খেয়ে নাও।

বীথি বললো, এত তাড়াতাড়ি খাওয়ার কী আছে, মা?

সরমা বললো, তুই চুপ কর।

রাসুর খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সরমার খোঁচা খেয়ে দর্শন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখন যাবে?

রাসু মুখ তুলে বললো, কোথায়?

সরমা বললো, কোথায় তা আমরা কী জানি। সে যেখানে তুমি ভালো বুঝবে।

রাসু সরল অভিমানের সঙ্গে বললো, আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

দর্শন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাদ দিয়ে সরমা আবার বললো, তোমাকে কি আমরা চিরকাল রাখতে পারবো নাকি?

–না, চিরকালের কথা বলছি না। অন্ততঃ আর দু'একটা দিন।

–বাড়ির সামনে পুলিশ বসে আছে। যে-কোনো সময় ধরা পড়ে যেতে পারি। তাতে তোমার বিপদ, আমাদেরও বিপদ।

–আপনাদের গরু আছে। আমি রাখালের কাজ করতে পারি।

–রাখাল একজন আছে। আর দরকার নেই। গ্রামের মানুষ কেউ আর আজ রাতে

বাইরে বেরুবে না। পেছনের মাঠটা দিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারো।

–আমাকে ঠিক পুলিশ ধরবে।

–মাঠটা অন্ধকার। পুলিশ তো রয়েছে সামনের দিকে।

–যে-বাড়ির সামনে পুলিশ থাকে, সে বাড়ির পেছন দিকটাতেও ওরা পাহারা দেয়। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

–কী মুশকিল, দিনের বেলাতেই বা তুমি যাবে কী করে? দিনের পর দিন থাকবে নাকি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাসু মুখ নিচু করে রইলো।

আর সবাই নীরব। বীথি আর প্রীতি চোখাচোখি করলো। ওদের দু'জনেরই ইচ্ছে, মানুষটা থেকে যাক। ওর কথাবার্তা শুনলে ডাকাত বলে মনেই হয় না। কিন্তু সরমাকে অনুরোধ করতে দু'জনেই লজ্জা পেল।

রাসু মুখ তুলে বললো, তা হলে একটু দয়া করুন। রাত্তিরটা অন্তত থাকতে দিন। ভোরবেলা কাক ডাকার আগে আমি চলে যাবো। ভোরবেলা পুলিশরা ঘুমোয়।

এবার সরমা কিছু বলার আগেই দর্শন বললো, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। ভোরবেলা ভয় কম। রাত্তিরটা থেকে যাও।

রাসু হঠাৎ দর্শনের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ফেললো।

BANGLADF.NET

৫

রান্নাঘরের পেছনে ভাঁড়ার ঘর, সেখানেই বিছানা করে দেওয়া হলো রাসুর জন্য। তা ছাড়া আর জায়গা কোথায়? নিজেদের শোবার ঘরে তো একটা ডাকাতকে স্থান দেওয়া যায় না।

রাসুর কাছে যে পাইপগানটা ছিল, সেটা দুপুরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে দর্শন। ওটা রাখাও বিপজ্জনক। নিজে শোওয়ার আগে প্রত্যেকটা ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা দেখে নিল সরমা। অন্য কোনো বিপদের ভয় নেই অবশ্য। পাশেই পুলিশের তাঁবু। রাত বারোটার আগেই সারা বাড়ি নিঝুম। প্রীতির স্বামী আগামীকাল ফিরবে, সে অনেকক্ষণ বীথির সঙ্গে গল্প করে শুতে গেল। সামনের মাঠের তাঁবুতে একজন পুলিশ গুনগুন করে গান গাইছে। এসময় তার গান থেমে গেল। ঢলে পড়লো ঘুমে।

প্রতি রাতেই বীথির একবার ঘুম ভাঙে। বাথরুমে যেতে হয়। পাশে তার ছোট বোন শোয়, সে জাগে না। আলোও জ্বালে না বীথি, অন্ধকারের মধ্যে মুখস্থর মতন বাথরুমে চলে যায়। আজ অবশ্য তেমন অন্ধকার নেই, আকাশে মেঘ-ভাঙা ফিকে জ্যোৎস্না।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই বীথি আঁতকে উঠলো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাসু। শাড়িটা এখন কোনোক্রমে শরীরে জড়ানো, উন্মুক্ত তার পুরুষালি বুক।

দারুণ ভয় পেলেও শব্দ করেনি বীথি পরের মুহূর্তেই ভাবলো, ভয়ের কী আছে?

সে জিজ্ঞেস করলো, বাথরুমে যাবে? আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।

রাসু বললো, থাক। বাথরুমে যাবো না। এক মিনিট ঘুমোতে পারিনি। এক ঘণ্টা ধরে এখানে পায়চারি করছি।

–কেন, ঘুম আসছে না?

–কী একটা বিচ্ছিরি ঘরে শুতে দিয়েছো। অ্যাত বড় বড় ধেড়ে ইঁদুর দৌড়োদৌড়ি করছে। তার ওপর কী মশা! ওরকম ঘরে কোনো মানুষ ঘুমোতে পারে।

–আর তো ঘর নেই।

–তোমরা দিব্যি মশারি ফেলে ঘুমোচ্ছো।

–নিজের বাড়ি গিয়ে ভালো মতন ঘুমিয়ো।

–আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভোর হবে। তখন চলে যাবো। শোনো, এই শাড়িটা পরেই আমাকে যেতে হবে। তোমার শাড়ি?

–হ্যাঁ, ঠিক আছে। নাও না!

–তোমার একটা শাড়ি নষ্ট হবে। ফেরৎ দিতে আসতে তো পারবো না।

–ভালোভাবে চলে যেও। ধরা পড়ো না।

–তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

–আঁ?

–জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

–পাগল নাকি! আমি তোমার সঙ্গে যাবো কেন?

–তোমার তো বিয়ে হয়নি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, আমি ও লাইন ছেড়ে দেবো।

–ওসব আজেবাজে কথা আমি শুনতে চাই না।

–দাঁড়াও।

রাসু বীথির একটা হাত চেপে ধরলো।

বীথি তেমন ভীতু, নরম মেয়ে নয়। ফিকে আলোতে সে রাসুর মুখের দিকে কড়া চোখে তাকালো। রাজেন্দ্রাণীর মতন আদেশের সুরে বললো, এসব কী হচ্ছে, হাত ছাড়ো।

রাসু সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে অনুতপ্ত গলায় বললো, না, না, সে রকম কিছু না। এমনি তোমাকে একটা কথা বলতে চাইলাম... আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছি?

বীথি বললো, সরো, আমি ঘরে যাবো।

রাসু বললো, এক মিনিট! তুমি আমাকে আর একটু সাহায্য করবে? ভেবে দেখলাম, মেয়ে সেজে যাওয়াটাই আমার পক্ষে সুবিধে। মাইল পাঁচেক গেলেই রেল স্টেশন।

–তাই যাও না। বললাম তো, শাড়িটা পরে যেও।

–কিন্তু আমার গালে দাড়ি গজিয়ে গেছে। আমার খুব তাড়াতাড়ি দাড়ি ওঠে। এই দ্যাখো।

আবার রাসু বীথির একটা হাত ধরে নিজের গালে ছুঁইয়ে দিল। তারপর বললো,

BANGLAPDF.NET

লোকে আমার মুখের দিকে একবার তাকালেই সন্দেহ করবে।

বীথি এর আগে কোনো পুরুষের গালে হাত দেয়নি। এক মুহূর্তের জন্য ঝনঝন করে উঠলো তার শরীর। আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমি তার কী করবো?

রাসু বললো, খানিকটা সময় আছে। দাড়ি কামিয়ে যেতে পারলে... তোমার বাবার ক্ষুর আর সাবান কোথায় থাকে, একটু এনে দেবে?

এটা শক্ত কোনো কাজ নয়। সময়ও লাগবে না। বাথরুমেরই থাকে তার বাবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম।

বাথরুমে ঢুকে এবার আলো জ্বাললো বীথি। তাকের ওপরে রয়েছে একটা ছোট আয়না। রাসুও বীথির সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে পড়েছে।

তাকটা দেখিয়ে বীথি বললো, এখানে দাড়ি কামিয়ে নাও।

বীথির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে রাসু। তার মুখ বদলাচ্ছে, চোখের রং বদলাচ্ছে। সারাদিন শাড়ি পরে থেকে সে এ বাড়ির দুটি মেয়ের সঙ্গে মেয়ে হয়ে মিশেছিল। এখন সে পুরুষ হয়ে উঠলো। পুরুষের মধ্যেও জেগে উঠলো বেপরোয়া হিংস্রতা।

বীথি বললো, কী হলো, সরো!

রাসু একটা চিতা বাঘের মতন বীথির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে চেপে ধরলো তার মুখ। বীথি একটা শব্দও করতে পারলো না। তাকে টানতে টানতে দেওয়ালের কাছে এনে অন্য হাতে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল রাসু। তাক থেকে ক্ষুরটা নামিয়ে দাঁত দিয়ে খুলে ফেললো। সেটা বীথির গলার কাছে ঠেকিয়ে বললো, টু শব্দ করলে গলার নলি কেটে দেবো। আমার তোরা ঘেন্না করিস, আমি তোদের কোনো ক্ষতি করেছি? তোর বাপ আমাকে দয়া দেখাচ্ছেল, ভাঁড়ার ঘরে শুতে দিয়েছে, ইঁদুরে কামড়ে আমাকে শেষ করে দিত। শালা, আমি একটা ফ্যালনা।

বীথি কথা বলতে পারছে না। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

তৃপ্তি পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, বীথিকে নষ্ট করাই যেন বড় কথা। বীথিকে মাটিতে শুয়ে ফেলে দ্রুত সেই কাজটা সেরে ফেললো রাসু। বীথির বাধা দেবার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। রাসুর গায়ে এখন অসুরের শক্তি।

ক্ষুরটা গলার ওপর চেপে ধরেছিল রাসু। একবার ধাক্কায় খানিকটা কেটেও গেছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর রাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চ্যাঁচা, এবার তোর যত ইচ্ছে চ্যাচা। কারুর বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরবে।

দরজাটা খুলেই সে লাফিয়ে নেমে পড়লো বাইরে। এক লাফে উঠোনে নেমে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বীথি আর শব্দ করলো না। বাথরুমের মেঝেতেই শুয়ে রইলো একটুক্ষণ। কান্নায় তার সারা শরীর কাঁপছে।

এক সময় সে উঠে বসলো। চৌবাচ্চার জমানো হিম জল ঢালতে লাগলো গায়ে। তখনো সে কেঁদেই চলেছে।

কেউ কিছুই জানলো না।

পুলিশ কিংবা গ্রামের লোকদের কাছে ধরা পড়েনি রাসু। দর্শন নিশ্চিন্ত। দু'দিন

বাদে বড় সংবাদপত্রে এ গ্রামের খবর বেরুলো। নীরু, হাবুল, শেখ গনি, বিল্লু, আশরাফ নামে চারজন ব্যাক্তি ডাকাত সন্দেহে খুন হয়েছে গ্রামবাসীদের হাতে,আর দু'জন পলাতক। ডাকাতির ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানরা বেশ মিলে মিশে থাকে। পলাতক দু'জনের নাম নেই।

কিছুদিন সাংবাদিকরা ঘোরাঘুরি করলো এই গ্রামে। পুলিশের কয়েকজন বড় কর্তা এলো। বঙ্কুকে আর দুদিন যেতে হলো থানায়। দর্শনের ওপর কোনো নজর পড়েনি।

পুলিশের তাঁবুটা রয়ে গেল কয়েকদিন। তারা বিশেষ কিছুই করে না। রান্না করে, খায়, অন্য সময় ঘুমোয়। একজনের বেশ গানের গলা।

এ দেশে এরাই শেষ ডাকাতের দল নয়। গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে মার খেয়ে মরে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও তারা দমে যায় না। দেড় মাসের মধ্যেই মাঝের গ্রামে বেশ বড় রকম একটা ডাকাতি হয়ে গেল, এবারে কেউ ধরা পড়েনি।

পুলিশের ক্যাম্পটা এখান থেকে উঠে চলে গেল মাঝের গ্রামে। এখানে একটা নতুন থানা বসাবার কথা হয়েছিল, সেটা চাপা পড়ে গেল।

বীথি কারুর কাছে মুখ খোলেনি। সেই রাত্তিরটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। সত্যি সত্যি ঘটেনি কিছু। অবশ্য নিজের কাছে সে সত্যটা অস্বীকার করতে পারে না। তার জীবনে প্রথম পুরুষ সংসর্গ ঘটেছে ঠিকই।

আগের চেয়ে সে কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেছে। বউদি তার প্রাণের বন্ধু, তার কাছেও সে আর আগেকার মতন সহজ নয়। বীথির এই পরিবর্তনের কারণটা প্রীতিও ঠিক বুঝতে পারে না।

এ বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় শুধু রবিবার। বন্ধুদের বাড়িতে রোজ কাগজ আসে। বীথি সারা দিনে কোনো-এক ফাঁকে ও বাড়িতে গিয়ে কাগজ পড়ে আসে। একদিন কাগজে দেখলো, এখান থেকে অনেক দুরে নদীয়ায় এক গ্রামে আবার তিনজন ডাকাতকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে গ্রামের মানুষ। নাম দেওয়া হয়েছে নিহত তিনজনের। তাদের মধ্যে রাসু নেই।

রাসু প্রথমেই খারাপ ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে। সে বীথিকে সঙ্গে যাবার জন্য ডেকেছিল। ওর সঙ্গে চলে গেলে কী হতো? সারা জীবন শুধু ভয়। একা বাড়ির বাইরে যাবে না, অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না, তাকাবে না। ইস্কুল শেষ হয়ে গেছে, কলেজে পড়ানো হবে না তাকে। এখন শুধু বিয়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকা।

তার জন্য পাত্র খোঁজাখুজি চলছে।

দর্শন প্রায়ই ভব পিসিমার কাছে ধর্না দিয়ে বলে,-ও পিসি, তুমি আমার মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দাও! বলো না, ওর নিয়তি কোন বাড়িতে বাঁধা আছে?

ভব পিসি হেসে বলেন, কিছুই তো দেখতে পাই না রে! আর একটু দেরি কর না। হয়তো ওর জন্য এক রাজপুত্তুর নিজেই এসে হাজির হবে।

বীথি প্রায়ই ভব পিসির সঙ্গে গল্প করতে আসে। অন্য অনেক কথা হয়, কিন্তু ভব পিসি তার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেন না কখনো।

দর্শনের বড় মামা থাকেন কৃষ্ণনগরে। তিনি এক পাত্রের খোঁজ দিলেন বীথির জন্য। গ্র্যাজুয়েট ছেলে। একজন এম.এল.এ.র আত্মীয়, সেইজন্য পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে কাজ পেয়ে গেছে। এ বাজারে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। বাড়ির

অবস্থাও ভালো।

যথারীতি এক বিকেলে পাত্রপক্ষের লোকজন দেখতে এলো বীথিকে। সেইদিন দুপুরে বীথি গিয়েছিল ভব পিসির দিকে। ভাত-টাত খেয়ে পিসি তখন সবে মাত্র শুয়েছেন। তবু বীথিকে দেখে উঠে বসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হাঁরে, আজ তো তোকে দেখতে আসছে। তুই বিয়ে করবি? তোর ইচ্ছে আছে?

বীথি কী আর বলবে! তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য আছে নাকি? বিয়ে করতে চাই না বললে একটা কারণ দেখাতে হবে। কী কারণ সে দেখাবে? কেন সে বিয়ে করতে চাইবে না!

ভব পিসি বললেন, ছেলেটি কেমন? রোজগারপাতি ভালো করে?

বীথি বললো, ওসব আমি কিছু জানি না। বাবা যা খোঁজখবর নেবার নিয়েছে।

আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, তোর কৃষ্ণনগরে যাওয়া হবে না।

–তার মানে? বিয়ে হলেও আমাকে বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতে হবে?

–সে কথা বলিনি। কিন্তু এই পাত্রপক্ষ তোর উপযুক্ত নয়।

–তুমি কিছু দেখতে পেলে বুঝি?

–না রে, কিছু দেখিনি। এদের সম্বন্ধে কিছু জানিও না। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে, এই বিয়েটা তোর হবে না। তোর বাবাকে কিছু বলিসনি যেন আগে থেকে। সে অনেক করে ব্যবস্থা করেছে। আমার ভুল হতেও তো পারে।

বিকেলের মধ্যেই সেজেগুজে তৈরি হতে হলো বীথিকে।

পাত্র নিজে আসেনি। এলো তার মা-বাবা ও এক মাসি, দুই বন্ধু। ওদের কথাবার্তা বেশ ভদ্র। কৃষ্ণনগরের মানুষদের কথা খুব মিষ্টি হয়। বীথিকে বেশি পরীক্ষা দিতে হলো না। চেনাশুনো কারুর বাড়িতে বেড়াতে আসার মতন বীথির সঙ্গে শুধু গল্প করে গেল ওরা।

ফিরে গিয়েই জানালো যে বীথিকে তাদের পছন্দ হয়ে গেছে। দাবি-দাওয়া তেমন কিছু নেই। বীথির বাবা নিজে থেকে যা দেবে, তাই-ই যথেষ্ট।

দর্শন আনন্দে প্রথম লাফালাফি করে উঠলো। এই বাজারে মেয়ে বিয়ের ব্যবস্থা এত সহজে হয়ে যাওয়া প্রায় লটারি পাবার মতন। প্রীতির বর অনুপ কৃষ্ণনগর ঘুরে এলো সব খবর নেবার জন্য। পাত্রদের পরিবারটি সত্যি ভালো। বংশে কোনো পাগল নেই। বসতবাড়িটি নিজস্ব। পাড়ায় ওদের সুনাম আছে।

বীথিরও খুশি হবার কথা। কিন্তু তার মনে খটকা লেগে রইলো। ভব পিসিমা ও কথা বলেছিলেন কেন? ওঁর কি ভুল হয়? ভব পিসির সব কথা অবশ্য মেলে না। কোনো কোনো উনি মতামতও দেন না। কিন্তু নিজে থেকে উনি যে কথা বলেন, সাধারণত সে কথা কেউ অমান্য করে না।

ভব পিসি সব শুনে বললেন, তাই নাকি, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? বাঃ, খুব ভালো কথা। তা হলে আমারই ভুল হয়েছে রে, বীথি। আমার এ কথাটা আর কারুকে বলার দরকার নেই।

বীথির মন থেকে তবু খটকাটা গেল না। পিসি কেন বললেন, তার কৃষ্ণনগর যাওয়া হবে না? তবে কি কৃষ্ণনগরে তার জন্য কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে?

একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপে। বিয়ের আগে আর একজন পুরুষ তাকে

নষ্ট করে গেছে, এই কথাটা যদি কেউ জেনে ফেলে? রাসু কি কৃষ্ণনগরে থাকে?

দু'পক্ষের কথাবার্তা এগিয়ে গেল অনেকখানি। শুধু পাত্র নিজে একবার দেখতে আসবে। আর তার এক দিদি। পাত্রের চেয়ে দিদির মতামতটাই বেশি জরুরি, কারণ ঐ দিদির বিয়ে হয়েছে বেশ ধনীর বাড়িতে।

আবার একদিন সাজগোজ করে পরীক্ষা দিতে হলো বীথিকে।

পাত্রটি মাঝারি আকৃতির, সুপুরুষও না, কুৎসিতও না, মুখচোরা ধরনের। দিদিটি বেশ সুন্দরী, মুখে প্রচ্ছন্ন অহংকার। বারবার বলতে লাগলো, আমাদের টাকা-পয়সার কোনো লোভ নেই। শুধু মেয়ে পছন্দ হওয়াই বড় কথা। মেয়ের ব্যবহার যদি ভালো হয়, আমাদের বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারে–

বীথির মতামত কেউ জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু ওদের সামনে বসে সে হঠাৎ ঠিক করে ফেললো, কিছুতেই সে কৃষ্ণনগরের এই পরিবারের বউ হয়ে যাবে না। ভব পিসিমার মুখটা তার মনে পড়েলো।

পাত্রের দিদি জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী, ভাই?

প্রথম কয়েক মুহূর্ত উত্তর দিল না বীথি। তারপর মুখ খুলতেই ওয়াক করে বমি করে ফেললো। সেই বমির ছিটে লাগলো পাত্রের গায়ে।

আবার বমি করে বীথি ঘর ভাসিয়ে দিল।

৬

ভোরবেলা, অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। বীথি চলে এলো ভব পিসিমার ঘরে। তাঁর ঘরের দরজা খোলাই থাকে।

ভব পিসিমাও ঘুমোচ্ছেন। রাত্তিরে তিনি কয়েকবার জেগে ওঠেন, ভোরের দিকে ঘুমোন খানিকটা তৃপ্তির সঙ্গে। বীথি ভব পিসিমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে বিছানায়।

ভব পিসিমা চোখ মেলে তাকালেন। প্রথম প্রথম তাঁর দৃষ্টি বেশ আবছা থাকে। বীথিকে তিনি চিনতে পারলেন না। কিন্তু নরম হাতের ছোঁয়া চেনা-চেনা লাগলো।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে রে, সোনা?

–আমি, ঠাকুমা।

–ও, তুই? এই সাত সকালে এসেছিস, কী হয়েছে রে?

–তোমার কথাই সত্যি হলো। কৃষ্ণনগরে আমার বিয়ে হবে না।

–আঁ? কী বললি?

–ওরা জানিয়ে দিয়েছে। ওরা ধরে নিয়েছে, আমার কোনো রোগ আছে।

বীথির চোখের জল দেখতে পাননি ভব পিসিমা।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে বসে বললেন, কেন অমন অলক্ষুণে কথা আমি বলতে গেলাম! ছি ছি ছি ছি। সবাই বলছে, পাত্র ভালো। বাড়ি ভালো। ছি ছি ছি ছি। আমার মরণ হয় না কেন? হাঁ রে। কেন ওরা ভাবলো রোগ আছে? কিসের রোগ! তোর মতন এমন লক্ষ্মী মেয়ে।

–আমি যে বমি করে ফেললাম ওদের সামনে।

BANGLAPDF.NET

- বমি?

– হ্যা গো। বমি দেখে ওরা ঘেন্নায় তাড়াতাড়ি উঠে গেল। খেল না কিছুই। মা কত রকম খাবার বানিয়েছিল। গরম গরম আলুর পরোটা। সব আমি নষ্ট করলাম বলে মা আমাকে রাগের চোটে মেরেই বসলো। আমার চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

– বমি? তুই ওদের সামনে বমি করে দিলি?

– আমার যে গা গুলোচ্ছিল? কী করবো।

– সে কী রে, মেয়ে? কী হয়েছে, সত্যি করে বল তো!

– ঠাকুমা, তুমি তো আমার সর্বনাশটা করলে। কাকপক্ষী জাগার আগে তোমাকে কথাটা বলতে এলাম। তারপর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

জরাজীর্ণ শরীর নিয়েও ভব পিসি স্প্রিং-এর মতন উঠে এসে বীথির একটা হাত চেপে ধরলেন। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় চলে যাবি?

বীথি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো না। কিন্তু দৃঢ় গলায় বললো, যেদিকে দু'চোখ যায়। বাড়িতে আমার আর জায়গা হবে না।

ভব পিসি অনুতপ্ত গলায় বললেন, একটা বিয়ে ভেঙে গেল বলে.. আর কী পাত্র জুটবে না? তুই এত ভেঙে পড়ছিস কেন?

– সেজন্য নয়। ঠাকুমা, তুমিই সেই ডাকাতটাকে শাড়ি পরিয়ে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে বলেছিলে!

– তোর বাবা তাকে নিয়ে এসেছিল... সেইজন্য আমি ....ওমা, সে বুঝি তোকে...

বীথি এবার আর সামলাতে পারলো না, ভেঙে পড়লো ভব পিসির বুকের ওপর। নিঃশব্দ কান্নায় তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

ভব পিসি কোনো সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলেন না।

নিজের ওপর খুবই রাগ হলো তাঁর। কেন তিনি অমন অলক্ষুণে কথা বলতে গেলেন। দর্শন একটা ডাকাতকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল নিজের বাড়িতে। গ্রামের লোক টের পেয়ে যেত, পুলিশও এসে পড়লো, দর্শনের যাতে বিপদ না হয়, সেইজন্য তিনি ডাকাতটাকে শাড়ি পরিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বাড়ির মেয়েরাও বিপদে পড়তে পারে, সে সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি।

একটু বাদে সামলে উঠে বীথি বললো, এখন উপায় কী বলো? পেটের মধ্যে যেটা এসেছে, তাকে আমি কোথায় লুকোবো? বলো, তুমি বুদ্ধি দাও! তুমি তো সব জানো!

ভব পিসি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বিমর্ষভাবে বললেন, মোটে তো তিন মাস। এখনো নষ্ট করে ফেলা যায়।

বীথি বললো, তাতে বুঝি জানাজানি হবে না? বাবা-মা'র কাছে মুখ দেখাতে পারবো? আমার কোনো দোষ ছিল না। সে আমার ওপর জোর করেছিল, বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এতদিন কিছু বলিনি বলে সবাই ভাববে, আমারই দোষ!

– আগে আমাকে কিছু বলিসনি কেন, মুখপুড়ী?

– আগে বললে তুমি কী করতে?

– সে হারামজাদাটাকে ধরে আনার ব্যবস্থা করতাম।

– তাকে কোথায় পেতে তুমি? সে কি এমনি-এমনি ধরা দেবে?

– একবার মাত্র হয়েছিল?

– তা ছাড়া কী! যাবার সময় .... ভেবেছিলাম, কেউ টের পায়নি। কারুকে কিছু বলার আর দরকার নেই... কিন্তু সে আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে! এখন সবাই জানবে। এখন মরা ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

– সে যাবার সময় তোকে কিছু বলেনি?

– আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিল! আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

– সে কোথায় থাকে-টাকে কিছু বলেনি?

– না! ঠাকুমা, তুমি তাকে দেখেছিলে। তুমি তার কথা শুনে বুঝেছিলে, সে কোনটা কোনটা মিথ্যে কথা বলছে।

– আমার সামনে কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি অনেক সময় টের পেয়ে যাই। বাতাসে একটা তরঙ্গ ওঠে।

– তুমি দুরের অনেক কিছু দেখতে পাও। তুমি বলতে পারো না, সে কোথায় আছে এখন?

ভব পিসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে শক্তি আমার নেই রে!

বয়েসে সব নষ্ট করে দিচ্ছে। তোর কথা শুনে বুক ধড়ফড় করছে আমার। এক গেলাশ জল দে তো!

ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল এনে দিল বীথি।

ঢক ঢক করে জলটা শেষ করে ভব পিসি খাট থেকে নামলেন।

বীথির গায়ে দু'বার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই একটু বোস, আমি আসছি। ভেবে দেখি, কী করা যায়। এখনো ঢের সময় আছে। হুট করে ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসবি না!

মিনিট পনেরো বাদে বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, বীথি দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝিম মেরে বসে আছে খাটের ওপর। সকালের প্রথম রোদ এসে পড়েছে তার একদিকের কাঁধে। সেই আলোয় তার হলদে শাড়িটা সোনালি হয়ে গেছে।

বীথির কানের কাছে মুখে এনে ফিসফিস করে ভব পিসি বললেন, বড় দুর্লভ এই মানুষের জীবন। এ জীবন নষ্ট করতে নেই। এ তো পোকা-মাকড় নয় যে, যখন-তখন জন্মালো, যখন-তখন মরে গেল। শোন, আরও এক কাণ্ড বাঁধাবি না। পেটেরটা নষ্ট করবারও কোনো চেষ্টা করবি না। এর মধ্যে আমি দেখি কী করতে পারি।

একটা কৌটো থেকে তামার পয়সাগুলো বার করলেন ভব পিসি। বিছানায় সেগুলো ছড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন আপন মনে। যেন বাচ্চাদের মতন খেলা করছেন।

এই সময় বঙ্কুর মেয়ে এসে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলো, ও ঠাকুমা, চা খাবে নাকি?

ভব পিসি সঙ্গে সঙ্গে পয়সাগুলোর ওপর আঁচল চাপা দিলেন।

বঙ্কুর মেয়ে বীথিকে দেখে বললো, ওমা, তুই কখন এসেছিস?

ভব পিসি তীব্র চোখে একঝলক তাকায় বীথির দিকে। বীথি নিজেকে সামলে নিয়ে বঙ্কুর মেয়েকে বললো, চল, তোর সঙ্গে গিয়ে চা বানাই।

সন্ধের সময় আবার এক ফাঁকে ভব পিসির সঙ্গে দেখা করতে এলো বীথি।

ভব পিসি ফিসফিস করে বললেন, একটা জিনিস বুঝেছি রে। সে বেঁচে আছে। আমাদের এই বাংলার মধ্যেই আছে। দূরে কোথাও চলে যায়নি। তাকে যেন একবার

আবছা মতন দেখলাম একটা রেল স্টেশানে।

অবিশ্বাসের সুরে বীথি বললো, সত্যি দেখলে?

– ভালো করে তো দেখতে পাইনি। খুব অস্পষ্ট। স্টেশানের নামটা পড়তে পারলাম না। আগে আরও ভালো পারতাম। এত বুড়ো হয়েছি, শরীরটা দুর্বল, মন এক জায়গায় স্থির হতে পারে না। তুই আমাকে ভালো ধুপ এনে দিতে পারবি না?

– পারবো!

– এখন তো আর বেরুতে পারবি না। কাল সকালে কানাইয়ের দোকানে খোঁজ করিস। পেলে আমাকে দিয়ে যাবি। তারপর তিন দিন আর আমার সঙ্গে দেখা করবি না তুই। দেখি সে হারামজাদাটাকে এখানে টেনে আনতে পারি কি না!

– ঠাকুমা, এমন কখনো হয়? কত দূরে সে আছে, তুমি এখানে তাকে টেনে আনবে? সে আর কোনোদিন এ তল্লাট মাড়াবে ভেবেছো?

– ওরে, এমন কি হয় না? তুই কারোর কথা খুব ভাবছিস, অমনি দেখলি সে হঠাৎ এসে হাজির হলো। দু'তিনজনে মিলে কোনো একজনের কথা বলাবলি হচ্ছে, তার মধ্যে সেই লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ে। এমনি দেখিসনি?

– তা দেখেছি। কিন্তু সে তো, ঐ যে কী বলে, কাকতালীয়।

– বলা কি যায়? হয়তো ইচ্ছাশক্তিতে মানুষটাকে টেনে আনে। এই বুড়িকে একটু বিশ্বাস করে দ্যাখ না। মনে থাকে যেন, এক মাস, তার আগে, একদম চঞ্চল হবি না। আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

– ঠিক আছে।

– তিনদিন একটু দূরে-দূরে থাক। তোকে দেখলে আমার যজ্ঞ হবে না।

পরদিন ধুপ কিনে দিয়ে গেল বীথি, কিন্তু ভব পিসির সঙ্গে তিন দিন দেখা না করে থাকাটা খুবই কষ্টকর। তার গোপন কষ্টের কথা আর কেউ জানে না। এখনো তার শরীরে সে রকম কিছু পরিবর্তন আসেনি। শুধু মাঝে মাঝে বমির জন্য গা গুলোয়। সে খুব সাবধানে বাথরুমে গিয়ে বিনা শব্দে বমি করে।

মাঝদিয়ায় আর একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। কথাবার্তা চলছে, শিগগিরই তারা বীথিকে দেখতে আসবে। এই ছেলেটি ইলেকট্রিক জিনিসপত্রের ব্যবসা করে।

বীথি ভাবে, খুব তাড়াতাড়ি তার একটা বিয়ে হয়ে গেলে সে বেঁচে যেতে পারে। তার পেটেরটাও বেঁচে যাবে। অনেকের তো বেশ আগে আগেই সন্তান হয়। কেউ সন্দেহ করবে না। কৃষ্ণনগরের ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর যদি বীথি ব্যাপারটা টের পেত, তা হলে তো তার মনে কোনো অপরাধবোধও থাকতো না।

কিন্তু কেন যে সেই পাত্রের সামনেই বমি পেয়ে গেল! ভব ঠাকুমা বলেছিলেন, ওখানে তার বিয়ে হবে না, সেই কথাটাই বিঁধে ছিল মনে।

দুপুরবেলা খেতে বসে সরমা বললো, শুনছো একট কথা? ও বাড়ির ভব পিসিমা খাওয়া-দাওয়া একেবারে ত্যাগ করেছেন।

দর্শন চমকে গিয়ে বললো, অ্যাঁ? কে বললো তোমাকে?

সরমা বললো, সকালে গিয়ে শুনলাম ও বাড়িতে। কিছুই খেতে চাইছেন না। খাট থেকে নামতে চান না। সামনে খাবার দিলে পড়ে থাকে। ছুঁয়েও দেখেন না।

– তুমি গিয়ে বোঝালে না?

–দেখতে গেলাম তো । দেখি যে, বিছানায় কয়েকটা পয়সা ছড়িয়ে খেলা করছেন। বুড়ির বোধহয় মাথাটা এবারে একেবারেই গেছে।

দর্শন বললো, আমি যাবো। জোর করে খাওয়াবো। ভব পিসি আমার অনেক উপকার করেছেন। সেবারে ওকে যখন রাখলাম, শাড়ি পরিয়ে রাখার পরামর্শটা উনিই দিয়েছিলেন।

সরমা মুখ বেঁকিয়ে বললো, ভারি তো উপকার।

বিকেলে দর্শন দেখা করতে গিয়ে ফিরে এলো খানিকবাদে। জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করেও পারেনি। ভব পিসি বলেছেন, তাঁর কোনো কিছুতেই রুচি নেই, ভাত-রুটি–ফলমূল কিচ্ছু মুখে দিতে ইচ্ছে করে না।

প্রীতি, সুখেন্দুরাও দেখতে গেল ভব পিসিকে।

বীথি শুধু গেল না। এখনও তিন দিন পূর্ণ হয়নি। ঠাকুমা তাকে দেখা করতে বারণ করেছেন।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা ছুটে গেল বীথি।

অন্যদিন এই সময় তাঁর ঘুমন্ত থাকার কথা, আজ খাটের ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন, হাত দু'খানি কোলের ওপর রাখা, চক্ষু দুটি বোঁজা। যেন এক ধ্যানমগ্না যোগিনী।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, ঠাকুমা, ঠাকুমা! ভব পিসি চোখ খুলে বীথিকে দেখে সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, এসেছিস, আয় বোস। এখনো তেমন কিছু পেলাম না রে। আরও দু'বার তাকে দেখেছি। কিন্তু শুধু দেখলেই তো হবে না। রেল স্টেশানে সে ঘোরাঘুরি করছে। সেখানে কে যাবে তাকে ধরে আনতে? ধরতে গেলে সে পালাবে।

– ঠাকুমা, তুমি কিছু খাচ্ছো না তিন দিন ধরে!

– তাতে কী হয়েছে। না খেলে শরীর হালকা থাকে। মনের মধ্যে বেশি করে ডুব দেওয়া যায়।

– কিন্তু দিনের পর দিন কেউ না খেয়ে থাকতে পারে?

– বুড়োদের ক্ষতি হয় না। এই শরীরে আর কী আছে, তিন চারদিন না খেলেও টের পাওয়া যায় না।

– তুমি আমার জন্য এতো কষ্ট করছো?

তোর জন্য না রে, ধর্মের জন্য , মানুষ এত অধর্ম করবে কেন? তোরা একজন বিপদে-পড়া মানুষকে আশ্রয় দিলি, খাওয়ালি, দাওয়ালি, আর শেষে সে তোর সর্বনাশ করে পালালো? এ কখনো ধর্মে সয়? আমি তাকে হিড়হিড় করে এখানে টেনে আনবো। সে তোর পায়ে পড়বে। তুই তাকে বেঁধে রাখবি।

তুমি যা বলছো, ঠাকুমা শুনে আমার গাঁ কাঁপছে।

– এখন তুই যা, সোনা। আমি আবার যোগে বসি। তাকে ধরবোই ঠিক। আজ সারাদিন আর তুই আসিস না আমার কাছে। আবার কাল।

বীথি ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

বিকেলবেলা শোনা গেল ভব পিসি মারা গেছেন!

খাটের ওপর জোড়াসনে বসে ছিলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই কখন তাঁর প্রাণটা

বেরিয়ে গেছে। বন্ধু এসে কয়েকবার ডাক দিয়েও সাড়া না পেয়ে একটু ঠেলা দিতেই বৃদ্ধার শরীরটা ঢলে পড়ে গেল।

ভব পিসিকে দেখার জন্য সারা গ্রামের লোক এসে জড়ো হলো। অনেকেই কাঁদলো। সবচেয়ে বেশি কাঁদলো বীথি। তার কান্না থামানোই যায় না।

একটা অপরাধবোধ বীথিকে দগ্ধ করছে অনবরত। তার জন্যই ভব ঠাকুমা মারা গেলেন, এটা শুধু সে জানে। কিছু না খেয়ে দিনের পর দিন তিনি মনের জোর বাড়িয়ে খুঁজছিলেন সেই শয়তানটাকে। ভব ঠাকুমার শরীর এত ধকল সহ্য করতে পারলো না।

বীথিকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই তাঁর প্রাণটা গেল।

ভব পিসিকে পোড়াবার সময় শ্মশানেও গেল বীথি। চিতার আগুনে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। এরপর সে কী করবে? কে তাকে বাঁচবার পথ দেখাবে?

ভব পিসির এত চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়ে গেল? তিনি পারলেন না?

হঠাৎ বীথির মনে হলো, খানিকটা দূর থেকে হেঁটে আসছে রাসু। ভব পিসির আত্মার ডাক সে এড়াতে পারেনি। সে আসতে বাধ্য হয়েছে। চিতার দিকেই আসছে সে। এবার সে বীথির পায়ের কাছে বসে পড়বে।

একজন আসছে ঠিকই । কিন্তু রাসু নয়। অন্য একজন লোক। বীথির চোখের ভ্রম। ভব পিসি টেনে আনতে পারেননি রাসুকে।

তা হলে আর উপায় কি? বীথি একটা দৌড় মারলো। দু'তিন জন তাকে শেষ মুহূর্তে ধরে না ফেললে সে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো।

BANGLAPDF.NET

৭

ভব পিসিমা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে বীথি হঠাৎ কিছু করে বসবে না। ভব পিসিমা নেই, তবু বীথি এখনো সে প্রতিজ্ঞা ভাঙেনি। এক মাস কাটতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি।

এর পর তার শরীরে গর্ভচিহ্ন প্রকট হয়ে পড়বে। এখন সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না। পাতলা শাড়ি পরে না। মোটা শাড়িতে শরীর মুড়ে রাখে।

মাঝদিয়ায় পাত্রটি কেঁচে গেছে, সে লাভ ম্যারেজ করেছে। আর কোনো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি এর মধ্যে।

এর পর আর পৃথিবীর কোনো মানুষের সঙ্গে বীথির বিয়ে হবে না। তার একমাত্র বিবাহ হতে পারে মৃত্যুর সঙ্গে।

বীথি বাঁচতে চায়।

খবরের কাগজে সে গর্ভমোচনের বিজ্ঞাপন দেখেছে। কাজটা বে-আইনিও নয়। কিন্তু একা-একা সে এই সব ব্যবস্থা করবে কী করে? সে যে বাড়ি থেকে বেরুতেই শেখেনি।

বাবা-মাকে জানানোর কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। লজ্জার একটা বিশাল বোঝা নিয়ে অধিকাংশ বাঙালী মেয়েকে সব সময় চলতে হয়। তার যে আর কোন বন্ধু নেই।

এর মধ্যে কয়েকবার সে স্বপ্ন দেখেছে রাসুকে। রাসু কটমট করে তাকিয়ে আছে বীথির দিকে। যেন কোনো অপরাধ করেছে তার কাছে। অন্য লোকরা এখন জানলেও সেই কথাই বলবে। বীথিরই দোষ। বীথি কেন সেইদিনই সব খুলে বলেনি? সে নিশ্চয়ই ডাকাতটাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। গর্ভবতী হয়েই সে ধরা পড়ে গেছে।

বীথির বিয়ের কোনো ব্যবস্থা হলো না বটে, এর মধ্যে প্রীতির এক দাদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, নেমন্তন্ন করতে এলো প্রীতির বাপের বাড়ির লোকেরা।

দাদার বিয়ে, প্রীতি তিন-চারদিন আগেই যাবে বাপের বাড়ি। কিন্তু কে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে? প্রীতির স্বামী আবার অফিসের কাজে গেছে কুচবিহার। সেখান থেকেই সে সোজা আসবে আসানসোলে শ্বশুরবাড়িতে। দর্শনও যেতে পারবে না, তার একটা জমির মামলা চলছে।

আর আছে প্রীতির দেওর নাড়ু। তার বয়েস মাত্র তের বছর। কিন্তু ঐটুকু ছেলের সঙ্গে কী ভরসা করে প্রীতির মতো একটি যুবতী বধূকে পাঠানো যায়? সঙ্গে গয়না-টয়নাও থাকবে।

প্রীতি ধরে বসলো বীথিকেও সঙ্গে যেতে হবে।

দু'জনে থাকলে কোনো ভয় নেই। তা ছাড়া বিয়ে বাড়ির আনন্দ বীথির সঙ্গে সে ভাগ করে নেবে। প্রীতির আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। তাদের কারুর যদি বীথিকে পছন্দ হয়ে যায় তো বেশ হয়। এ রকম তো হয় অনেক সময়।

বীথি প্রথমে যেতে চাইলো না। সেই লজ্জা। যদি সে ধরা পড়ে যায় যে, সে কুমারী অথচ সন্তানসম্ভবা। প্রীতি যদি বুঝে ফেলে?

শেষ পর্যন্ত মায়ের অনুরোধে বীথিকে রাজী হতে হলো। তাছাড়া সে ভাবলো, কয়েকটা দিন বাড়ির বাইরে কাটালে হয়তো ভালোই হবে। এখানে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। ট্রেনে করে যাওয়ার একটা উত্তেজনা আছে। ট্রেন যখন কোনো ব্রীজের ওপর দিয়ে যাবে, তখন নদীতে ঝাঁপ দিলে কেমন হয়? এই রকম মৃত্যুই বোধহয় ভালো।

মামুদপুর পর্যন্ত রিকশা, তারপর বাসে চেপে শ্রীরামপুর। সেখান থেকে ট্রেন।

নাড়ু টিকিট কেটে ঠিকঠাক ওদের ট্রেনে চাপালো। জানলার ধারে একটা মাত্র সীট খালি ছিল, সেখানে বসলো সে নিজে। বীথি আর প্রীতি একটু দূরে। দিনের বেলার ট্রেন, ভয়ের কিছু নেই।

দু'এক স্টেশান পরেই এমন ভিড় হয়ে গেল যে কথা বলার উপায় নেই। লোকাল ট্রেন, হুড়হুড় করে লোক ওঠে, আবার একটু পরেই নেমে যায়। এর মধ্যে দরজার কাছে উঠে গিয়ে কোনো ব্রীজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া একেবারেই অবাস্তব কল্পনা। এর মধ্যে আবার নানারকম ফেরিওয়ালা উঠে চিৎকার করে, ভিখিরিরা গান গায়। মুখের সামনে হাত বাড়ায়। প্রীতি আর বীথি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো, কোনো গল্প জমলো না।

বীথির বুকটা কাঁপছে অনবরত। বাড়ি থেকে সে দূরে চলে যাচ্ছে। যদিও ফেরা হবে না নিজের বাড়িতে। ও বাড়িতে তার স্থান নেই। ভব ঠাকুমাকে কথা দেবার পর একমাস কেটে গেছে। এখন যে-কোনো জায়গায় হারিয়ে যেতে বাধা নেই বীথির।

হ্যাঁ। গতকালই পূর্ণ হয়ে গেছে সেই একমাস।

ট্রেন চলে এসেছে আসানসোলের কাছে। আর মাত্র দুটো স্টেশান। এখানে লাইনের

কী যেন গণ্ডগোল, ট্রেন চলছে খুব আস্তে আস্তে। কামরা এখন প্রায় ফাঁকা।

এতক্ষণে স্বস্তি পেয়ে প্রীতি বললো, ছোড়দার স্টেশানে আসবার কথা। এখন খবরটা ঠিক মতন পেলে হয়।

বীথি কিছু বললো না।

প্রীতি বললো, অবশ্য নিজেই আমি বাড়ি চিনে যেতে পারবো। আসানসোল স্টেশানের কাছেই থাকে ছোড়দার এক বন্ধু সুভাষ। আলাপ করিয়ে দেবো। ভারি মজার লোক, এখনো বিয়ে করেনি। এই সব কথার মাঝখানে একটা হকার এসে ওদের বিরক্ত করলে লাগলো। হাতভর্তি অনেকগুলো কলম নিয়ে বলতে লাগলো, অনেক রকম পেন আছে, দামি, সস্তা, মজবুত, পলকা, এক রং, দু' রং, চার রং, মাটিতে পড়লে ভাঙে না। লোকটার বেশ লম্বা চেহারা, সারা মুখে দাড়ির জঙ্গল, বড় বড় চুল। জামার দু'পকেট ভর্তি কলম, দু'হাতের মুঠোয় কলম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল হকারটি।

এ দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে আসল মুখটা পৃথিবীর আর কেউ চিনতে না পারলেও বীথি ঠিক চিনেছে। শুধু চোখ দেখলেও সে চিনতে পারতো রাসুকে।

রাসু ঘাবড়ালো না, বীথি চীৎকার করে উঠলো না।

নেবেন না? বলে রাসু সরে গেল সেখান থেকে।

বীথির প্রথমেই মনে হলো, ভব পিসির কথা তো মিথ্যে নয়। ভব পিসি রাসুকে বলেছিলেন, ডাকাতি করার চেয়ে হকারি করা ভালো নয়? চাকরি না পেলে ট্রেনে হকারিও তো করা যায়।

ভব পিসি বলেছিলেন, ধ্যানের মধ্যে তিনি রাসুকে দেখেছিলেন রেল স্টেশানে। সেটাও তো মিলে গেছে।

আজ যে এখানে দেখা হয়ে গেল, সেটা কি নেহাতই আকস্মিক, কাকতালীয়, কিংবা ভব পিসির সেই ইচ্ছেশক্তিই ওদের দু'জনকে এক জায়গায় এনেছে?

কিন্তু রাসু তো বীথির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো না, সে না-চেনার ভান করে চলে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বীথি বললো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

বেশ খানিকটা দূরে দরজা। দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে রাসু। ট্রেন এখনো আস্তে চলছে, লাফিয়ে নেমে যেতে পারে।

বাথরুমে না গিয়ে রাসুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো বীথি।

রাসু এখনো না চেনার ভান করে মুখ ফিরিয়ে রইলো অন্য দিকে। বীথি বললো, একটু সরে দাঁড়াও, আমি লাফ দেবো।

এবার রাসু মুখ ফেরালো।

বীথি নিজের পেটে চাপড় মেরে বললো, তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। আমি তোমার সামনেই মরবো।

রাসু বললো, এই স্পীডে যাচ্ছে, লাফালে কেউ মরে না।

স্বপ্নে যে-রকম দেখেছিল বীথি, সেইরকম কটমট করে তাকিয়ে আছে রাসু।

কয়েক পলক সেইরকম তাকিয়ে থেকে বললো, এখন ন্যাকামি করছো, সেদিন আমার সঙ্গে তোমাকে চলে আসতে বলেছিলাম না? বলেছিলাম, তোমাকে আমার পছন্দ

BANGLAPDF.NET

হয়েছে, আমার সঙ্গে চলো। আমার কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। এখন মরতে চাও, মরো।

ট্রেনটার গতি কমছে, না বাড়ছে? বীথি লাফ দেবে, না এইসব কথা শুনবে?

বীথি বললো, যদি এখন তোমার সঙ্গে যেতে চাই?

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে গেল রাসু। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বললো, আমার হাত ধরো, ঝাঁপ দাও, কোনো ভয় নেই, কিচ্ছু হবে না-

প্রায় টেনেই বীথিকে নামিয়ে নিল রাসু। তারপর দু'জনে ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেল পাশের জঙ্গলে।

BANGLAPDF.NET